হিসাবী

শ্রীব্রজমাধব রায়

আট আনা

প্রকাশক—শ্রীনলিনীনাথ দে
মাধবী প্রেস,
মেদিনীপুর।

প্রিণ্টার—শ্রীনলিনীনাথ দে
মাধবী প্রেস,
মেদিনীপুর।

নিবেদন

এই পুস্তকের গল্পগুলি মাধবী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকজন বন্ধুর উৎসাহে এবং আগ্রহে ইহা পুস্তকাকারে বাহির করিতে সাহসী হইলাম। এক্ষণে এই পুস্তকখানি পাঠকবর্গের স্নেহদৃষ্টি লাভ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

মেদিনীপুর,
।। আশ্বিন, ১৩৩৬

গ্রন্থকার

হিসাবী

(ক)

বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা। তারক বাবু পুত্র জগন্নাথকে সঙ্গে লইয়া হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাড়ে একটা প্রকাণ্ড পুঁটুলি। তাহার ভারে প্রায় কুব্জ হইয়া পড়িয়াছেন। মুখখানা বিরক্তিভরা এবং শুকাইয়া গিয়াছে। পুঁটুলির ভারেই তাঁহার মুখখানা যে অত ক্লান্ত দেখাইতেছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে। গায়ের জামা প্রায় অর্দ্ধেকখানি ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। বিশ্রাম আগারের দরজার সাম্‌নে পুঁটুলিটা নামাইয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। পুত্রকে কহিলেন, "রাখ্ বাবা! তোর পুঁটুলিটা এইখানে।" বলিয়া কোঁচার খুঁট দিয়া মুখের কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন। খানিক পরে কহিলেন, "একটু জিরিয়ে নে, তারপর হাত মুখ ধুয়ে জল টল খাওয়া যাবে 'খন! কি বলিস্?"

পুত্র কোন জবাব দিল না। চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

পিতার মত পুত্রের পুঁটুলি বহনে অত কষ্ট না হইলেও ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় তাহার মুখখানা যথেষ্ট বিষন্ন ভাব ধারণ করিয়াছিল। সারা সকাল হইতে কিছু তাহার পেটে পড়ে নাই। একেই ছেলে মানুষ, তার উপর পথ চলার পরিশ্রম, তাও কমখানি পথ নয়। ইটালি হইতে হাওড়া ষ্টেশন। এই এতখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে। রাস্তায় একবার গাড়ীতে কি ট্রামে যাইবার কথা বলিয়াছিল, তাহাতে তাহার বাবা বলিয়াছিলেন, "গাড়ীতে কি ট্রামে যে পয়সা নষ্ট করব তা পেটে খেলে যে চল্‌বে বাবা! তা' ছাড়া এই কাপড় চোপড় কিন্‌তে কত খরচ হয়ে গেল বল্‌ দেখি! শুধু শুধু এই বাজে খরচ। অমন জান্‌লে কে কল্‌কাতা আস্‌ত? টাকা যে কোথা থেকে আসে তা'ত কেউ ঠিক রাখে না, কেবল বলে, খরচ কর, খরচ কর। শুধু কি এই? আবার তোর আসা যাওয়া ডবল খরচ—তার উপর আবার গাড়ি! তার চেয়ে আমার গলায় ছুরি দে না বাবা!"

পুত্র পিতাকে বিলক্ষণ চিনিত, কাজেই নীরবে পথ চলিতে লাগিল। তবে বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিল, "বাবা! বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।" তাহাতে পিতা জবাব দিয়াছিলেন, "তুমি ভারি বিরক্ত কর বাবা! ওই জন্যেই তোমাকে সঙ্গে আন্‌তে চাইনি। রাস্তায় ক্ষিদে ক্ষিদে করলে

চল্‌তে পারবে কেন? তা ছাড়া লোকে শুন্‌লেই বা কি বল্‌বে? এখন চল হাওড়া ষ্টেশনে, সেখানে গিয়ে কিছু খাওয়া যাবে 'খন।"

এর উপর আর কথা চলে না; সুতরাং জগন্নাথ আর কোন কথা বলিল না।

(খ)

তারক কবিরাজ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ; কিন্তু খুব হিসাবী মানুষ। হিসাব মিলাইতে কি হিসাব রাখিতে তাহার জোড়া মিলে না। রাস্তা ঘাটে, পথে বিপথে, যখন যেখানে যান, একটু সময় পাইলেই জমা খরচ লিখিয়া হিসাব মিলাইতে বসেন। শুধু ইহাই নহে, হাতটাও তেমন দরাজ ছিল না। কোন কিছু খরচ করিতে হইলে খুব টিপিয়া খরচ করেন। ইহা মন্দ কথা নহে। কিন্তু যা খরচ হইয়াছে তাহার হিসাব না মিলাইয়া পুনরায় খরচ করা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। এইটাই যে বিষম কথা। রাস্তায় হউক, ষ্টেশনে হউক আর যেখানেই হউক আগে হিসাব মিলাইবেন, তবে অন্য খরচ। ইহার জন্য বাড়ীর লোকেরা তাহার উপর বিরক্ত। কেহ তাহার সঙ্গে কোথাও যাইতে চাহে না। যে-কেহ তাহার সঙ্গে যাইবে তাহাকে সেদিন উপবাসে কাটাইতে হইবে।

সেবার কি কারণে কলিকাতা আসিয়াছিলেন, সঙ্গে তাহার চতুর্দ্দশ বর্ষীয় পুত্র জগন্নাথ আসিয়াছিল। জগন্নাথের আসিবার ইচ্ছা আদৌ ছিলনা; কিন্তু তাহার জননী জোর করিয়া তাহাকে তারক বাবুর সঙ্গে দিয়াছিলেন। ইহাতে দুই জনেরই আপত্তি ছিল। প্রথম তারক বাবুর—দুজনে কলিকাতায় যাইলে বেশী খরচ হইবে, দ্বিতীয় জগন্নাথের—পিতার সহিত যাইলে অনাহারে থাকিতে হইবে। কিন্তু বাড়ীর কতকগুলি জিনিষের প্রয়োজন। তাহা যে তারক বাবু স্বেচ্ছায় কিনিবেন না একথা জানিতেন বলিয়া মা পুত্রকে সঙ্গে দিয়াছিলেন। যাইবার সময় কাটিয়াছিল মন্দ নয়, কিন্তু যত গোল বাধিল ফিরিবার পথে।

(গ)

একটু বিশ্রাম করিয়া জগন্নাথকে পুঁটুলির নিকট বসাইয়া তারক বাবু হাত মুখ ধুইতে গেলেন। জগন্নাথ সেখানে বসিয়া ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিল।

খানিক পরে একটী ছোট্ট ঠোঙ্গায় ছোট ছোট দুটি রসগোল্লা আনিয়া তারক বাবু কহিলেন, "নে বাবা! এ দুটো খেয়ে নে।"

খাবারের বহর দেখিয়া জগন্নাথের পিত্তশুদ্ধ জ্বলিয়া উঠিল।

তারক বাবু কহিতে লাগিলেন, "পয়সায় কুলালো না, মোটে দুটো খুচরা পয়সা ছিল, তাই দিয়ে খাবার নিয়ে এলাম। তা' এই খেয়ে নে—একটু পরেই ত বাড়ী গিয়ে ভাত খাবি।"

জগন্নাথ অনিচ্ছায় তাহাই মুখে পুরিয়া কলে জল পান করিতে গেল।

মিনিট দশেক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার পিতা হিসাব করিতেছেন এবং হিসাবে যে গোলযোগ ঘটিয়াছে তাহাও তাহার চোখে টপ্ করিয়া ধরা পড়িয়া গেল। কেননা, হিসাব না মিলিলেই তারক বাবুর মেজাজ বিগড়াইয়া যায় এবং তিনি এক চক্ষু বন্ধ করিয়া মুখখানা বিকৃত করেন। ইহা তাহার চিরদিনের অভ্যাস। সুতরাং ঐরূপ করিতেই জগন্নাথ ধরিয়া ফেলিল যে হিসাবে বিলক্ষণ গোলমাল ঘটিয়াছে। সে একবার পিতার পানে চাহিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই দেখিতে পাইল যে আশপাশের অনেকের দৃষ্টি তাহার পিতার উপর পড়িয়াছে। সে অপ্রতিভ হইয়া গেল। পিতাকে কহিল, "চল বাবা! এখান থেকে সরে যাই, এখানে বড্ড গোলমাল।"

"কোথায় যাব?"

"যেখানে গোলমাল নেই।"

তারক বাবু খানিক ভাবিলেন; পরে কহিলেন, "হ্যাঁ! হ্যাঁ! ঠিক বলেছিস্, ১০নং প্ল্যাট্‌ফরমে যাই। সেখানটা খুব নির্জ্জন।" বলিয়া হিসাবের কাগজপত্রগুলি পকেটের মধ্যে পুরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পুঁটুলিটা কাঁধে লইয়া প্ল্যাট্‌ফরমের দিকে অগ্রসর হইলেন।

(ঘ)

তুপুর বেলা। ট্রেনের তত ভীড় নাই। প্ল্যাট্‌ফরমে প্রবেশ করিতে তত ধরা বাঁধা নাই। সুতরাং তারক বাবু পুত্রের সহিত প্ল্যাট্‌ফরমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শেষ প্রান্তে গিয়া একটা নির্জ্জন স্থান বাছিয়া লইলেন, এবং সে স্থানটি চাদরের দ্বারা ঝাড়িয়া মুছিয়া বসিয়া পড়িলেন। পুত্রও পাশে বসিল।

কিন্তু নির্জ্জনে আসিয়াও নিষ্কৃতি পাইলেন না। তু'একজন কুলি আসিয়া উকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। একজন কনেষ্টবল আসিয়া কহিল, "হিঁয়া পর কেয়া কর্‌তা

হ্যায়? ইস্‌মে কেয়া চিজ্ হ্যায়?" বলিয়া পুঁটুলিটি হাতে তুলিয়া তাহার ওজন অনুভব করিতে লাগিল।

জগন্নাথ কনেষ্টবল দেখিয়া ভীত হইল, কহিল, "ও বাবা! ও কি বল্‌ছে?" তারক বাবুর হিসাব গুলাইয়া গেল। তিনি এক চক্ষু বন্ধ করিয়া কনেষ্টবলের পানে চাহিয়া মনে মনে তাহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে নরকস্থ করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "তোমারা চোখের দৃষ্টি কি ঝাপ্‌সা হো গিয়া থা? এখানে বস্‌কে হিসাব নিকাশ করতা হেঁ! আর ওই পুঁটুলিতে কাপড় চোপড় রাখ্‌তে হ্যায়।"

তারক বাবুর অপূর্ব্ব হিন্দি বাং শ্রবণে কনেষ্টবল সাহেব মুগ্ধ হইয়া মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল।

কনেষ্টবল চলিয়া গেলে তারক বাবু পুনরায় হিসাব লইয়া বসিলেন। আজ তাঁহার কি হইয়াছে—হিসাব কোন মতেই মিলাইতে পারিতেছেন না। গতকল্য হইতে আজ সকাল দশটা পর্য্যন্ত যে-যে খরচ করিয়াছেন তাহা বার বার যোগ দিয়াও তহবিল মিলিতেছে না। অথচ লিখিতে কোন জিনিষটি বাদ দেন নাই। তবে মিলিতেছে না কেন? খানিক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আবার যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে যোগ দেওয়া হইল না। একটা অঙ্ক মিলাইয়া আর একটা অঙ্ক যোগ দিতে যাইবেন

এমন সময় কতকগুলি মাল-বওয়া কুলি টানা-গাড়ীতে মাল বোঝাই করিয়া গাড়ীখানাকে টানিয়া আনিতে আনিতে চীৎকার করিয়া কহিল, "হট্ যাও! হট্ যাও! খবরদার!"

জগন্নাথ চমকিত হইয়া দেখিল মাল বোঝাই গাড়ীটাকে কুলিরা তাহাদের দিকেই আনিতেছে। সে তাড়াতাড়ি পিতাকে একটা ঠেলা দিয়া কহিল, "বাবা! ওঠ! ওঠ! এখানে ওরা গাড়ী নিয়ে আস্ছে যে!"

তারক বাবুর হিসাব আবার গুলাইয়া গেল। তিনি চোখ রাঙাইয়া মুখখানাকে বিকৃত করিয়া জগন্নাথকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু গাড়ীর উপর চোখ পড়িতেই বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে ছড়ান জিনিসপত্রগুলিকে কোন মতে বগলদাবা করিয়া সামনের প্ল্যাট্ফরমে যে একখানি গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল তাহারই একটা কামরায় উঠিয়া পড়িলেন। পুত্রকে কহিলেন, "আয়, এর ভেতরে আয়। নির্জ্জনে বসে হিসাবটা মিলিয়ে নিই। এবার বেশ নির্জ্জন জায়গা পেয়েছি। আয়, আয়, ভেতরে আয়।" বলিয়া গাড়ীর ওদিকের একটা জানালার নিকট বসিয়া পড়িলেন।

জগন্নাথের কিন্তু গাড়ীতে উঠিতে মন সরিতেছিল না। পিতার কথার উপর কোন কথা কহিতে তাহার সাহস হইতেছে না; কেননা, হিসাব গোলমালের সময় কথা কহিলে

এক্ষুনি একটা হুলুস্থুল পড়িয়া যাইবে। এই ভয়ে সে বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

গাড়ীতে উঠিয়া তারক বাবু হিসাব লইয়া বসিলেন। হিসাব লইয়া বসিলে তাহার আর কোন দিকে খেয়াল থাকে না। এমন তন্ময় হইয়া হিসাব করেন যে তাহার কানের কাছে হাজার চীৎকার করিলেও তাহার হুঁস হয় না। সে সময় যদি কেহ তাহাকে বিরক্ত করে তাহা হইলে তাহার আর নিস্তার নাই। জগন্নাথ ইহা ভাল রকমই জানিত যে হিসাব মিল না হইলে পিতা মহাশয় আর একটা পয়সাও খরচ করিবেন না।

এই পয়সা না খরচ করাটা জগন্নাথের পক্ষে একটা ভাবনার কথা। সুতরাং সে পিতাকে বাধা না দিয়া যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র হিসাব মিলিয়া যায় তাহার জন্য সাহায্য করিতে লাগিল। পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যা বাবা! কত পয়সা মিল্‌ছে না?"

"তিন আনা!"

"এত?"

পিতা বিরক্ত ভাবে কহিলেন, "হবে না? খরচটা কি কম হয়েছে? দু'জনের রেলের ভাড়া—জল খাবার —জিনিষপত্র কেনা—একি চারটি খানি টাকা নাকি?"

বলিয়া পুনরায় হিসাবের কাগজখানার উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

"কেন, তুমি যে—"

কথা সমাপ্ত হইল না। তারক বাবু এমন ভাবে তাহার পানে চাহিলেন যে জগন্নাথের কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। পরক্ষণে তিনি কহিলেন, "হিসাব আবার মিলালুম কখন? কাল শুধু টুকে রেখেছিলুম বই ত নয়!"

পিতার কথায় একটু সাহস পাইয়া পুত্র কহিল, "তা হ'লে ত এখুনি মিলে যাবে! যোগ দিয়ে ফেল্‌লেই ত হয়।"

"হ্যাঁ! হ্যাঁ! যোগ দিয়ে ফেল্‌লেই হয়! হিসেবের ত মা বাপ জানেন ঢের! নে, নে! চুপ করে বসে থাক্।"

খানিক পরে তারক বাবু কহিলেন, "একবার পুঁটুলিটা খোল্ ত?

"কেন?"

"আঃ! ওইত তোর দোষ! যা বল্‌ছি তাই কর্! ফের কথা বল্‌লে টের পাবি বল্‌ছি।"

জগন্নাথ ধীরে ধীরে পুঁটুলিটা খুলিয়া ফেলিল এবং একটির পর একটি করিয়া জিনিষ তারক বাবুর হাতে দিতে লাগিল। তারক বাবু ফর্দ্দের সহিত মিলাইয়া বেঞ্চির উপর রাখিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে একজন একজন করিয়া দু' চারিজন লোক সে গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। তারক বাবু তাহা লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু জগন্নাথ তাহা লক্ষ্য করিল; কহিল, "বাবা! টিকেট কেনা হয় নি যে?"

"আরে গেল যা! কিছুতেই হিসাব মিলাতে দিবি নে! টিকিট কিনি বা না কিনি তোর বাবার কি? সে আমি বুঝব 'খন; তোর মাথা ব্যথা কেন? আগে হিসাব মিলুক! তা নয়, খরচ কর, খরচ কর! যা খরচ করেচি তাই মিল্‌ছে না! তার উপর আবার খরচ! সে আমি করছি নে। তহবিল না মিলিয়ে টাকা দেবো সে ছেলে আমি নই।" বলিয়া হিসাবের ফর্দ্দে মনোনিবেশ করিলেন। জগন্নাথ জিনিষগুলি গুছাইয়া পুঁটুলি বাঁধিতে লাগিল।

একটু পরেই টিকেট কালেক্টর সে কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া জগন্নাথ শঙ্কিত হইয়া পড়িল। পিতাকে রীতিমত একটা ঠেলা দিয়া কহিল, "বাবা! টিকেট!"

সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের গণ্ডে একটী প্রকাণ্ড চপেটাঘাত করিয়া তারক বাবু কহিলেন, "হারামজাদা! পাজি! একটুখানি চুপ করে থাক্‌তে পার্‌লি নে? আবার সব মাটি করে দিলি! আমি কত কষ্টে হিসাবটা মিলিয়ে এনেছিলুম—ছিঃ ছিঃ—"

জগন্নাথ মাথা নিচু করিয়া গালে হাত বুলাইয়া চোখের জল মুছিতে লাগিল। পরক্ষণেই বাঁশী দিয়া ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

(৬)

সেখানি এক্স্প্রেস ট্রেন। থামিবার পরের ষ্টেশন বর্দ্ধমান। এই ট্রেনখানি পূর্ব্বে মেন লাইন দিয়া যাইত। এখন বর্দ্ধমান কর্ড দিয়া যায়। যখন ট্রেনখানি কামারকুণ্ডু ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে তখন তারক বাবু উল্লাসে হাততালি দিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "মিলে গেছে! মিলে গেছে! তাই ত বলি তিন তিন আনা পয়সা উড়ে যাবে? বাবা! হিসেবের কড়া ক্রান্তি না মিলিয়ে যে খরচ করে সে কি মানুষ? সে ত একটা—একি! কোন্ লাইনে ট্রেন যাচ্ছে?" বলিয়া চমকিত এবং বিস্মিত নেত্রে জানালা দিয়া বাহিরের পানে বারবার উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে ট্রেন কামারকুণ্ডু ষ্টেশন ছাড়াইয়া গেল। এবার তারক বাবু বেশ বুঝিতে পারিলেন তিনি কি করিয়াছেন। হিসাবের গোলমালে ট্রেনের গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। খানিক গালে হাত রাখিয়া কি

ভাবিলেন; পরে জামার পকেটে হাত দিলেন। এ পকেট, সে পকেট—কিন্তু কোন পকেটেই তাহার অভীষ্ট দ্রব্য মিলিল না। অদূরেই জগন্নাথ বসিয়াছিল। তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "হ্যাঁরে জগা! তোর কাছে কি টিকিটগুলো আছে?"

"না! আমার কাছে ত টিকিট নেই!"

"আমার কাছে ত নেই! তোর কাছে নেই তবে টিকিটগুলো গেল কোথায়?"

জগন্নাথ বিরস বদনে কহিল,, "টিকিট কেনাই হয় নি!"

"বলিস্ কিরে? টিকিট কেনা হয় নি! আলবৎ হয়েছে।"

"বাঃ! কখন টিকিট কেনা হল? আমি টিকিট কেনার কথা বল্‌তে তুমি—"

আর কথা বাহির হইল না। রুদ্ধ অভিমানে তাহার কণ্ঠস্বর বন্ধ হইয়া গেল।

পুত্রের কথায় তারক বাবু ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তাহার সমস্ত কথা মনে পড়িল। তিনি এবার রীতিমত ভয় পাইলেন এবং ভাবনায় পড়িলেন। এখন কেমন করিয়া উদ্ধার পাইবেন? গাড়ীর চলনে বুঝিলেন, এ আর কোথাও থামিবে না, একেবারে বর্দ্ধমানে থামিবে। টিকিট কালেক্টার ধরিলে যে অনেক টাকা আদায় করিয়া লইবে! তিনি এইটে

ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না কেমন করিয়া ভিন্ন প্ল্যাট্‌ফরমে, ভিন্ন ট্রেনে চাপিলেন। তার নিজের দেশের ট্রেন নহে, মেন লাইনের ট্রেন নহে—এ যে একেবারে বিপরীত পথের ট্রেন!—তাই ত কি উপায় করা যায়? তারক বাবু বিষণ্ণ চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন।

যখন ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন উপায়ই স্থির হইল না তখন রাগ হইল গিন্নীর উপর। কিন্তু গিন্নীর উপর রাগ করিয়া কি করিবেন? স্ত্রী-ভাগ্যে ধন। তা' ছাড়া সেখানে টু শব্দটী করিবার জো নাই। এক কথা কহিলে গিন্নী দশ কথা শুনাইয়া দিবেন। কাজেই এই নিস্ফল আক্রোশটা পড়িল গিয়া পুত্রের উপর। ঐ হতভাগাই যত নষ্টের গোড়া। সে না সঙ্গে আসিবে, না এত খরচান্ত এবং হায়রাণ হইতে হইবে। একেই ত একজনের ভাড়া অনর্থক দিতে হইয়াছে—আবার এই হাঙ্গামার মধ্যে যে কত টাকা বাজে নষ্ট হইবে কে জানে? তার আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? সে না এলে কি এত হাঙ্গাম হ'ত, না খরচ হ'ত? টাকাগুলো খোলামকুচি আর কি! ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে!

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের উপর ক্রোধটা বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। পুত্র নিকটে না থাকায় তারক বাবু মনে মনে গরগর করিতে লাগিলেন।

(চ)

ট্রেন যথাসময়ে বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাড়াতাড়ি পুঁটুলিটা হাতে লইয়া পুত্রকে ডাকিয়া নামিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু তাহাদের নামিবার পূর্ব্বেই সাম্‌নের বেঞ্চিতে সাহেববেশী এক ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, নামিয়া গেলেন।

পুত্রকে এবং পুঁটুলিটা নামাইয়া তারক বাবু নামিবার জন্য পাদানীতে পা দিয়াছেন এমন সময় টিকিট কালেক্টার আসিয়া টিকিট চাহিল; কহিল, "বাবু, টিকিট?"

তারক বাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি কোন জবাব না করিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

টিকিট কালেক্টার বাবু আবার কহিলেন, "বাবু, টিকিট?"

তারক বাবু একবার চারিদিকে ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন, "টিকিট? টিকিট ত কাটা হয়নি!"

"কেন? তবে ট্রেনে চাপ্‌লেন কেন?"

"ভুল করে চেপে ফেলেছি!"

"ভুল করে চেপেছেন!—আপনি যাবেন কোথায়?"

"সমুদ্রগড়—"

"সমুদ্রগড়! বলেন কি মশায়?—আচ্ছা দিন্ আপনার সমুদ্রগড়ের টিকিট।"

"তাও কাটা হয় নি!"

"সে কি মশাই? তাতেও ভুল নাকি? এযে দেখ্‌ছি ভুলে ভুলে ধুল পরিমাণ! ব্যাপার কি মশাই?"

তারক বাবু কোন জবাব দিতে পারিলেন না। কিন্তু জবাব দিলেন গাড়ীর মধ্য হইতে একজন ভদ্রলোক। তিনি গাড়ীতে বসিয়া এদের সমস্ত ঘটনাই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। যতটুকু জানিতে পারিয়াছেন এবং অনুমান করিয়াছেন তাহা অতিরঞ্জিত ভাবে ব্যক্ত করিলেন। গাড়ীতে একটা চাপা হাসির ধ্বনি উঠিল।

টিকিট কালেক্টর বাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তা বেশ! বেশ! হিসাবের জন্যে যখন ভুল ট্রেনে চেপেছেন তখন তার সংশোধন ত এখন করুন! দিন্ ত মশাই হাওড়া থেকে বর্দ্ধমান—দু'জনের ভাড়া, তিন টাকা ন' আনা—আর জরিমানা ছ' টাকা।"

অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়া চোখ দুটো কপালে তুলিয়া তারক বাবু কহিলেন, "এত টাকা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

"অত টাকা কোথায় পাব? আমার কাছে ত অত টাকা নেই!"

"ত বল্‌লে ত আর কোম্পানি শুন্‌ছে না! দিন্, দিন্, আমি দেরী করতে পারব না। আপনার মত হিসেবী গাড়ীতে আর কেউ আছেন কিনা খুঁজতে হবে ত! আর না হয় এইখানে বসে টপ্ করে তহবিল মিলিয়ে টাকাটা দিন্ না!—কিন্তু ওদিকে দেখ্‌ছেন? ঐ ট্রেনের সিগ্‌নেল পড়েছে। এখুনি গিয়ে সুমুদ্রগড়ের টিকিট কাটুন—নইলে ব্যাণ্ডেলে গিয়ে ট্রেন ধরতে পারবেন না। ঐ ট্রেনে গেলে তবে কাটোয়া লাইনের শেষ গাড়ী ধরতে পারবেন।"

তারক বাবু সকরুণ দৃষ্টিতে একবার সিগন্যাল এবং টিকিট কালেক্টার বাবুর পানে চাহিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, "দোহাই মশায়! আমি বড্ড গরিব। অত টাকা কোথায় পাব? এবারকার মত আমায় রেহাই দিন। দোহাই আপনার!—বরং—"

"বরং টরংএ কিছু হবে না—আমার ছাড়্‌বার কোন উপায় নেই। আপনার গাড়ী থেকে সাহেববেশী যে ভদ্রলোক এখুনি নেমে গেলেন—তিনিই আমাদের সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনিই ত আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। ভাল মুখে না দেন, বাধ্য হয়ে পুলিশ ডাকব। তা হ'লে আজকের মত আপনাদের

বাড়ী যাওয়া এইখানেই শেষ; কিন্তু আপনার একটা ভারী সুবিধে হবে মশাই! এই হাজতে বসে তহবিল মেলান টপ্ করে হয়ে যাবে! কি বলেন?"

গাড়ীতে আবার হাসির ফোয়ারা ছুটিল।

জগন্নাথ বাল্যকাল হইতেই পুলিশকে যমের মত ভয় করিত। পুলিশ, হাজত ঘর এবং বাড়ী যাওয়া হইবে না শুনিয়া সে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"চুপ্ কর্ হারামজাদা! পাজি! তোর জন্যেই ত যত হাঙ্গামা। আবার 'ভ্যা' করে কাঁদতে এসেছে! চুপ্ কর্।"— বলিয়া তারক বাবু আরক্ত চোখে তাহার পানে চাহিলেন।

টিকিট কালেক্টর বাবু হাসিয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "আহা! ওকে ধম্‌কালে কি হবে? নিজের দোষের হিসেবটা একবার মনে করুন না!—যাক্! এখন টাকা দিন্ ত!"—বলিয়া রসিদ বহি বাহির করিয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিলেন, "বলুন মশাই! এটা আপনার কোন্ খরচের সামিল হবে? দিন্ না আপনার খাতাগুলো, আমিই না হয় তা'তে এই খরচটা জমা করে দিয়ে, লিখে দিই 'বিবিধ'। কি বলেন?"

গাড়ীতে হাসির ঢেউ খেলিয়া গেল। কেহ কেহ আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তারক বাবু তাহাদের উপর সক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এবং কোন উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া ট্যাঁক হইতে টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

*

* *

রাত্রি এগারটার সময় পিতাপুত্রে বাড়ী পৌঁছাইল। পুত্র মায়ের কাছে কাঁদিয়া কাটিয়া আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, পিতার সহিত আর কোথাও যাইবে না; এবং পিতাও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে ভবিষ্যতে আর রাস্তা ঘাটে কখনও হিসাব মিলাইবেন না।

ডাক্তার বাবু

১

বৈশাখ মাস, বেলা আট্‌টা বাজিয়া গিয়াছে। রৌদ্রের উত্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের বলাগড় ষ্টেশন হইতে প্রায় ক্রোশ তিনেক দূরে নাটাগোড় হাঁসপাতালে একজন যুবক উৎকণ্ঠিত চিত্তে পায়চারী করিতেছিল।

ডাক্তার বাবু তখনও আসেন নাই। ডাক্তার বাবুর আসিতে বিলম্ব দেখিয়া যুবক অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল। কম্পাউণ্ডার বাবুর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মশাই! ডাক্তার বাবু কখন আস্‌বেন বল্‌তে পারেন?"

কম্পাউণ্ডার বাবু তখন একখানি বাংলা সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। যুবকের কথা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। যুবক পুনরায় প্রশ্ন করিল। সংবাদ পত্র হইতে চোখ না তুলিয়াই কম্পাউণ্ডার বাবু কহিলেন, "অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মশাই? হাঁসপাতালে এসে কি অত ব্যস্ত হ'লে চলে?"

"আজ্ঞে ব্যস্ত আর কি? বেলা বেড়ে যাচ্ছে কিনা, তাই।—তা ডাক্তার বাবু কখন আস্‌বেন?"

"তাঁর আস্‌বার ঠিক্ নেই। কোন দিন দশটা, কোন দিন বারটা, আবার হয়ত না-ও আস্‌তে পারেন!"

যুবক চোখ দুটো কপালে তুলিয়া কহিল, "বলেন কি মশাই! না-ও আস্‌তে পারেন! তা হ'লে রোগীদের কি ব্যবস্থা হবে?"

"তার জন্যে ত আপনাকে মাথা ঘামাতে হবেনা,—" বলিয়া কম্পাউণ্ডার বাবু পুনরায় সংবাদপত্র পাঠে মনঃসংযোগ করিলেন।

যুবক হতবুদ্ধি হইয়া খানিক সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া পুনরায় পায়চারী করিতে লাগিল।

যুবকের নাম সত্যভূষণ; বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ; দোহারা চেহারা; নিকটবর্ত্তী গ্রামে বাড়ী। আজ প্রাতে ভিন্ন গ্রাম হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল; পথিমধ্যে একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিল;

মনে হইল ভদ্রলোক অসুস্থ। তবে পথিমধ্যে তাহার এ অবস্থা কেমন করিয়া ঘটিল তাহার কোন সমাধান করিতে পারিল না। গাঁয়ের লোকদের জিজ্ঞাসা করায় তাহারাও কিছু বলিতে পারিল না। সুতরাং সত্যভূষণ তাহাকে হাঁসপাতালে আনিল।

হাঁসপাতালটি এখানে প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর যাবত স্থাপিত হইয়াছে। এই কয় বৎসরের মধ্যে অনেক ডাক্তার অদল বদল হইয়াছেন। আপততঃ যিনি আছেন তিনি আজ প্রায় তিন মাস হইল বদলী হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে সত্যভূষণ দেখে নাই। তা ছাড়া সত্যভূষণও গাঁয়ে থাকে না। সে-ও দিন কয়েকের মত দেশে আসিয়াছে, কাজেই ডাক্তার বাবুর সহিত তাহার চাক্ষুষ আলাপ নাই। তবে লোক পরম্পরায় শুনিয়াছে যে ডাক্তার বাবু লোক ভাল নহেন। রোগীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন না। খিটখিটে স্বভাব ; একটুতেই রাগিয়া উঠেন।

যাহা হউক, সত্যভূষণ পায়চারী করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিল। যদি ডাক্তার সত্য সত্যই আজ না আসেন তাহা হইলে কি করা যাইবে? অপরিচিত ভদ্রলোককে লইয়া কোথায় রাখিবে? নিজের বাড়ীতে আনিতে সাহস হইতেছে না। পল্লীগ্রামে লোকজন পাওয়া যায় না, সেবা

শুশ্রূষা কেমন করিয়া হইবে? ইত্যাদি চিন্তায় সে বিভোর হইয়া গেল। এমন সময় একটা রোল উঠিল, ডাক্তার বাবু আসিতেছেন।

ডাক্তার বাবুর নাম মাধব চন্দ্র রায়। মেডিক্যাল কলেজ উত্তীর্ণ এল্-এম্-এস্। বয়স উনচল্লিশের কাছাকাছি; রংটা খুব সাদা না হইলেও ফরসা। দেহখানি ঈষৎ স্থূল; সম্মুখের একটা দাঁত উঁচু। ডাক্তার বাবু টাই-বিহীন কোট প্যাণ্ট পরিয়া একটা বর্ম্মা চুরুট টানিতে টানিতে রোগী দেখিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। মুখখানা যেন বিরক্তি ভরা—সর্ব্বদাই বিকৃত। মানুষের সহিত কথা কহিলেই বিরক্তি যেন ফুটিয়া উঠে। তিনি একখানি চেয়ারে বসিয়া ডাকিলেন, "রতন!"

রতন—ওরফে হেড কম্পাউণ্ডার বাবু—আসিয়া ডাক্তার বাবুর পাশে দাঁড়াইলেন। ডাক্তার বাবু একখানি টেলিগ্রামের ফরম হাতে লইয়া কহিলেন, "এই টেলিগ্রাম খানি পাঠাতে হবে।"

"এখুনি?"

"হ্যাঁ, এখুনি। আজ ভোরে আমার ভগ্নীপতি গণেশের আস্‌বার কথা ছিল, কেন এল না বুঝতে পারছিনে। বাড়ীতেও সব ভেবে চিন্তে অস্থির হয়ে পড়েছে। কাছে নয় যে টপ্ করে জান্‌বার উপায় আছে—এখান থেকে ষ্টেশনই

চার ক্রোশ। এখানে কি মানুষ বাস করে? একেবারে অজ পাড়া গাঁ। যাক্, এখন একজন বাইক্‌জানা লোককে আমার বাইক্ দিয়ে পাঠিয়ে দাও।"

"আজ্ঞে বাইক্ জানা এক আমি ছাড়া আর ত কেউ নেই!"

"তবে তুমিই যাও।"

"এতগুলো রোগী—ওষুধ পত্র—"

"হাঁ, হাঁ, ও হবে 'খন। ওদের আবার দেরী! তুমি ফিরে এসে ওষুধ দিলেও চল্‌বে।"

"আজ্ঞে, আমি বল্‌ছিলাম কি, যে ওষুধ দিয়ে গেলেই ত হয়। কতক্ষণের কাজ? আপনি টপ্ করে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন গুলা লিখে দিন্ না?"

"বেশ লোক ত তুমি হে! দেখ্‌ছ আমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। তার চেয়েও কি তোমার ওষুধ দেওয়া আগে?"

রতন আর কোন জবাব না দিয়া বাইক্‌খানা হাতে লইয়া যেমন রোয়াক্ হইতে রাস্তায় নামিবে অমনি "ফ্যাঁচ্" করিয়া একজন রোগী হাঁচিয়া ফেলিল। ডাক্তার বাবু চটিয়া গেলেন,—কহিলেন, "আচ্ছা অসভ্য লোক গুলো ত? সময় অসময় নেই কেবল ফ্যাঁচ্, আর ফ্যাঁচ্। কাজের গোড়াতেই ব্যাঘাত! ওহে রতন, একটু বসে যাও। ষ্টুপিড্

লোক গুলোর আক্কেল নেই, কখন হাঁচ্‌তে হয় জানে না! ননসেন্স কোথাকার!”

রতন বাইকখানা বারান্দার দেওয়ালে ঠেসাইয়া রাখিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ডাক্তার বাবু প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন লিখিতে বসিলেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যে রোগী দেখা শেষ করিয়া ডাক্তার বাবু সত্যভূষণের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, “ওহে ছোক্‌রা, এস তোমার অমন সুস্থ শরীরে কি হয়েছে দেখি! খোল, গায়ের জামাটা খোল দেখি?”

সত্যভূষণ এতক্ষণ পায়চারী করিয়া রোগীদের ও ডাক্তার বাবুর কথা শুনিতেছিল। ডাক্তার বাবুর আহ্বানে সে একটু অগ্রসর হইয়া একটি নমস্কার করিয়া কহিল, “আজ্ঞে, আমি রোগী নই!”

“তবে তুমি কে? রোগী নও ত এখানে কি মুখ দেখাতে এসেছ?”

ডাক্তার বাবুর মুখের ভাব ও ভঙ্গিতে সত্যভূষণ মনে মনে বিরক্ত হইল; কিন্তু সে-ভাব গোপন করিয়া কহিল, “আমার সঙ্গে একজন রোগী আছেন, তাকে হাঁসপাতালে রেখে যেতে চাই।”

“রোগী কোথায়?”

"আজ্ঞে ঐ ডুলিতে।"

"আঃ! ডুলিটা কাছে এনে রাখ্‌তে পারো নি? আমি সময় নষ্ট করে এতখানি উঠে যাব? তুমি যে দেখ্‌ছি পেঁড়োর পীর হে? যাও, যাও, এখানে ডুলি নিয়ে এস।"

সত্যভূষণের ইঙ্গিতে বেহারারা ডুলি লইয়া আসিল।

"আহা হা! বাইরে রাখ্‌, ঘরের ভেতর আনিস্‌ নে। বেটারা শুন্‌তে পাস্‌নে না কি!"—বলিয়া ডাক্তার বাবু বেহারাগণের উপর বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। বেহারারা ভয়ে ভয়ে বারান্দায় ডুলি রাখিয়া দিল।

ডাক্তার বাবু চেয়ার ছাড়িয়া ডুলির নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "কি রোগ হয়েছে?"

"আজ্ঞে! তা ত আমি জানিনে!"

"কি রকম জানি না! তবে এখানে আন্‌লে কেন?"

"আজ্ঞে দেখাতে।"

"আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে! ওহে রতন, তুমি এখনও যাও নি বাপু? যাও, যাও, আর দেরী ক'রো না।"

"আজ্ঞে এই যাচ্ছি"—বলিয়া রতন যাইবার উপক্রম করিল।

সত্যভূষণ বিনীত কণ্ঠে কহিল, "আজ্ঞে, আমার একটা ব্যবস্থা করে গেলেই ভাল হয়। নচেৎ আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে!"

সক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ডাক্তার বাবু কহিলেন, "তুমি ত ভারি বেয়াদব হে! একটা কাজে বেরুচ্ছে দেখ্‌ছ, পেছু ডাক্‌লে অমনি?"

"আজ্ঞে কখন পেছু ডাক্‌লাম?"

"তুমি ত আচ্ছা মিথ্যাবাদী হে! এখুনি পেছু ডাক্‌লে, আবার কখন পেছু ডাক্‌লাম? যতই হোক্ চাষা। সাদা কামিজই গায়ে দাও আর জুতোই পায়ে পর, মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। এই পাড়াগাঁয়ে অজ চাষাদের পাল্লায় পড়ে আমাকে পাগল হয়ে যেতে হবে দেখ্‌ছি।"

"রোগী দেখ্‌বেন দেখুন, অত কি বল্‌ছেন আপনি?"

কাপড়-দিয়া-ঘেরা ডুলিখানির বাহিরে রোগীর একখানা হাত বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তার বাবু নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া একবার রোগীর নাড়ী টিপিয়াই ফিরিয়া আসিলেন।

সত্যভূষণ অবাক্ হইয়া গেল। খানিক অপেক্ষা করিল; কিন্তু ডাক্তার বাবু আর রোগী দেখিলেন না। চেয়ারে বসিয়া কহিলেন, "ওহে বাপু ভদ্রলোক! এই নাও প্রেস্‌ক্রুপসন্— তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবে।"

"ওষুধ দিচ্ছেন কি? ওঁকে ত এখানেই রাখ্‌তে হবে?"

"কেন হে! এখানে রাখ্‌তে হবে! বড় যে জোর জোর কথা বল্‌ছ! তুমি চাও কি বাপু?"

"আজ্ঞে ওঁকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করাতে চাই!"

"তুমি যে চাঁদ-চাওয়া ছেলে হয়ে উঠলে হে! ম্যালেরিয়া জ্বর, তাকে রাখ্‌বে হাসপাতালে! মনে করলে বুঝি হাসপাতাল একটা মুসাফিরখানা। বেটা চাষাদের আস্পর্দ্ধা দেখ্‌লে হাসি পায়। মামার বাড়ীর আব্দার পেয়েছ!—যাও, যাও, মিছে বকিও না।"

"আজ্ঞে আমি ত আপনাকে বকাই নি, আপনি নিজেই ত বকে যাচ্ছেন।"

"দেখ ছোক্‌রা, আমায় রাগিয়ো না বলে দিচ্ছি—ওষুধ দিলাম, নিয়ে যাও!"

"আজ্ঞে রোগটাই এখনও ঠিক্ হ'ল না—আপনি যে শুধু হাত দেখলেন?"

মুখখানা বিকৃত করিয়া ডাক্তার বাবু কহিলেন, "সাধ করে বলি, নাই দিলে মাথায় ওঠে? ওষুধ লিখে দিলাম, নিয়ে যাও। তা'নয় আবার কৈফিয়ৎ! গাঁয়ে একটা হাসপাতাল হয়েছে অমনি সব দলে দলে ছুটে আসছে! যেন হাসপাতাল দেখে নি!"

"কি করে দেখ্‌ব বলুন? হাসপাতালে আপনার মতন ডাক্তার ত কখনও আসেন নি।"

ডাক্তার বাবু তীব্র স্বরে কহিলেন, "যাও! বেরোও বল্‌ছি—যত বড় মুখ তত বড় কথা! যাও—শীগ্‌গির বেয়ারা!"

"আর বেয়ারা ডাকতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। নমস্কার ডাক্তার বাবু"—বলিয়া সত্যভূষণ বেহারাদের ডুলি তুলিতে বলিল এবং তাহার বাড়ী যাইতে হুকুম করিয়া রাস্তায় নামিয়া ডাক্তার বাবুর উদ্দেশে কহিল, "ডাক্তার বাবু, এবার দেখা হ'লে চাষার নমস্কারটা গ্রহণ করবেন।"

সত্যভূষণ যখন রাস্তায় নামিল তখন প্রায় সাড়ে বারটা। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, রাস্তার বালি তাতিয়া আগুন হইয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে দম্‌কা বাতাসে যেন আগুনের ফুল্‌কির মত গায়ে আসিয়া পড়িতেছিল। হাতে ছাতা ছিল না, মাথার উপর কাঠফাটা রৌদ্র। চাদর খানা মাথায় তুলিয়া দিয়া, আজিকার এই হাঁসপাতাল ঘটিত ঘটনাটি মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে সে হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার মাথার ভিতর তখন উষ্ণ শোণিত খর বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। দ্রুত পদে চলিতে চলিতে কেমন করিয়া ডাক্তার বাবুকে উচিত মত শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই চিন্তা করিতেছিল। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র

তাহার চিন্তার ধারা ভিন্ন গতি অবলম্বন করিল, এখন এই ভদ্রলোককে লইয়া কি করা যায়? পরিচিত হইলেও যা-হয় একটা ব্যবস্থা করা যাইত, কিন্তু ইনি যে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অপরিচিত ভদ্রলোককে লইয়া সে কোথায় রাখিবে? কেমন করিয়া সেবা শুশ্রূষা করিবে? পাড়াগাঁয়ে লোক কোথায়, ডাক্তার কই? হাঁসপাতালের এই প্রাণহীন বর্ব্বর দ্বারা চিকিৎসা করাইতে হইবে? তারপর এই বর্ব্বরকে বাড়ীতে ডাকিলে যে কত ভিজিট দাবী করিবেন কে জানে?

"সত্য—"

সচকিতে পিছন ফিরিয়া সত্যভূষণ দেখিল, গ্রামের কবিরাজ নন্দ বাবু। তাহার গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, কথা কহিতে কষ্ট হইতেছিল, তা'ছাড়া মাথার ভিতর তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। অনিচ্ছা সত্বেও সে কহিল, "আজ্ঞে কি বল্‌ছেন?"

"কোথায় গিছ্‌লে? ডুলিতে কে?"

"বাড়ীতে আসুন, বল্‌ছি"—বলিয়া একরূপ ছুটিয়া সে বাড়ী আসিয়া বৈঠকখানায় তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িল।

সত্যর সঙ্গে ডুলি, মুখখানা শুষ্ক গম্ভীর দেখিয়া কবিরাজ মহাশয়ের ভারি কৌতুহল হইল। তিনি সত্যর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।

তাহার বাড়ীখানি দ্বিতল, কিন্তু অত্যন্ত জীর্ণ। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় গৃহখানি মান্ধাতার আমলের—বহুদিন সংস্কার হয় নাই। ভিতরটা কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভিতরে প্রবেশ করিলে কে বলিবে বাড়ীখানি অতি প্রাচীন!

একটু বিশ্রাম করিয়া ডুলিওয়ালাদের সাহায্যে ভদ্রলোককে আনিয়া দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠে শোয়াইয়া দিল। কবিরাজ মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন।

"এঁকে একবার দেখুন দিকি? হাঁসপাতালের ডাক্তার বল্‌লে যে ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া হ'লে কি সেই সকাল থেকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞান হয়ে থাকে মানুষ?"

কবিরাজ মহাশয় নিবিষ্ট চিত্তে রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ম্যালেরিয়া ত নয়ই, অন্য কিছু বটে। কিসে যেন অজ্ঞান করে রেখেছে।"

"বাবু আমাদের বিদেয় করুন"—বলিল ডুলিওয়ালারা চীৎকার করিতে লাগিল।

"আচ্ছা, তুমি ওদের বিদেয় করে স্নান আহার করে এস। আমি ততক্ষণ রোগীর কাছে একটু বসি।"

"তাই বসুন"—বলিয়া সত্যভূষণ নামিয়া গেল।

আহারাদি সমাপন করিয়া সত্যভূষণ ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না।

দেখিল, ভদ্রলোক মিট্‌মিট্‌ করিয়া চাহিতেছেন এবং কবিরাজ মহাশয় ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করিতেছেন।

সত্যভূষণকে আসিতে দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "একটু গরম দুধ আন্‌তে পার? ভদ্রলোক বড় দুর্ব্বল, এখানে ফল টল ত কিছু পাওয়া যাবে না—যাও, একটু দুধ শিগ্‌গির নিয়ে এস।"

সত্যভূষণ চলিয়া গেল। খানিক পরে এক বাটি গরম দুধ আনিয়া কবিরাজ মহাশয়ের হাতে দিল। কবিরাজ মহাশয় নিকটস্থ টেবিল হইতে একটি চায়ের পেয়ালা লইয়া তাহাতে একটু ঢালিয়া ভদ্রলোককে খাওয়াইয়া দিলেন। এই রকম বার কয়েক খাওয়াইতে ভদ্রলোক বেশ সারিয়া উঠিলেন। তারপর ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন।

৫

বৈকালের দিকে ভদ্রলোক প্রকৃতিস্থ হইলে সত্যভূষণ তাহার আগমনের হেতু এবং রাস্তায় পড়িয়া থাকিবার কারণ জানিতে চাহিল। ভদ্রলোক তদুত্তরে যাহা বলিলেন তাহা মোটামুটি এইরূপ :—

ভদ্রলোক গাজিপুর হইতে আসিতেছেন। যখন এই ষ্টেশনে অবতরণ করেন তখন রাত্রি প্রায় তিনটা। নিষুপ্তি রাত, জনমানবের সাড়া নাই। ষ্টেশনে রাত্রিতে থাকিবার মত ঘর ছিল না; কাজেই ষ্টেশনের বাহিরে আসেন। ষ্টেশনে একখানি গরুর গাড়ী এবং একখানি ঘোড়ার গাড়ী ছিল। ভদ্রলোক ভাবিয়াছিলেন ষ্টেশনে পায়চারী করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিবেন; কিন্তু ষ্টেশনে গাড়ী থাকিতে দেখিয়া সে সংকল্প ত্যাগ করিয়া সেই রাত্রিতেই রওয়ানা হয়েন। প্রথমে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের অনুসন্ধান করেন। কিন্তু গাড়োয়ান নাই, গরুও নাই; সুতরাং ঘোড়ার গাড়ীতেই আসা স্থির করিলেন। গাড়ীর মধ্যে গাড়োয়ান ঘুমাইতেছিল, তাহাকে তুলিয়া রওয়ানা হন। প্রায় মাইল খানেক আসিবার পর শীতল হাওয়ায় তাহার ঘুম আসে। ঘুমাইয়া পড়েন। তারপর আর কিছু জানেন না।

সত্যভূষণ কহিল, "আমি ফিরবার পথে দেখি রাস্তায় অনেক লোক মিলে কি জটলা করছে। কৌতুহলের বশবর্ত্তী হয় দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি আপনি রাস্তার এক পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আমাকে দেখে সে-সব লোকগুলা আপনার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করে। তখন বাধ্য হয়ে অসুস্থ ভেবে আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম।

কিন্তু ডাক্তার বাবু ম্যালেরিয়া বলে হাঁকিয়ে দিলেন। তখন বাধ্য হয়ে নিজের বাড়ীতে এনেছি। আপনার সঙ্গে টাকা কড়ি কিছু ছিল কি?”

“ছিল বই কি? ব্যাগ ছিল, ঘড়ি, চেন, বোতাম, মনিব্যাগ সবইত ছিল!”

“তা হলে ত সবই গেছে! আপনাকে যখন দেখি, গায়ে কোট এবং পরণে কাপড় ভিন্ন আর কিছু ছিল না।”

ভদ্রলোক খানিক মৌন থাকিয়া কহিলেন, “আচ্ছা, আমার কোটের ভেতরে একটা পকেট আছে, তাতে মনিব্যাগটা ছিল। দেখুন দেখি জামাটা।”

কোট্‌টা অদূরেই টাঙান ছিল, সত্যভূষণ আনিয়া দিল। ভদ্রলোক জামার ভিতর খুঁজিতেই মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল, কহিলেন, “ভগবান রক্ষে করেছেন—মনিব্যাগটা দেখ্‌ছি আছে, যায় নি।” বলিয়া ব্যাগটা খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার ভিতর হইতে নোটের তাড়া বাহির হইয়া পড়িল। সেগুলি গুণিয়া সত্যভূষণের হাতে দিয়া কহিলেন, “এগুলো এখন রেখে দিন, যাবার সময় দেবেন। আর একটা কাজ আপনাকে করতে হবে। নাটাগোড়ে হাসপাতালের ডাক্তার বাবুকে একটা সংবাদ দেওয়া দরকার। আপনি গেলেই ভাল হয়।”

সত্যভূষণের মুখখানা পলকের জন্য মলিন হইয়া গেল। পরে সে মলিনতা দূর করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "সেখানে কি প্রয়োজন আপনার?"

"প্রয়োজন আছে বৈকি? ডাক্তার বাবুকে একবার চাই।"

"তাঁকে কেন? তাঁর সঙ্গে কি সম্বন্ধ?"

ভদ্রলোক ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "সম্বন্ধ! সম্বন্ধ মশাই প্রকাণ্ড—শালা আর ভগ্নীপতি।"

মুহূর্ত্তে সত্যভূষণের মনে পড়িয়া গেল—এঁরি জন্যে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে ঝগড়া, আর এঁরি জন্যে ডাক্তার বাবুর যত উৎকণ্ঠা। মনে ভারি কৌতূহল হইল; কিন্তু পরক্ষণে মনে পড়িল ডাক্তার বাবুর সেই রূঢ় ব্যবহার; হাসপাতালে রোগী রাখিতে গেলে কি রকম বিতাড়িত হইতে হয়। খানিক মৌন থাকিয়া সে মনে মনে হাসিয়া উঠিল, ভাবিল—এই ত উপযুক্ত প্রতিশোধের সময়।

৬

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ডাক্তার বাবু স্বীয় বাংলার সম্মুখে একখানি ঈজি চেয়ারে উপবিষ্ট। মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর।

গজদন্ত মুখে চিন্তিত ভাব হইলে বড়ই বিশ্রী দেখায়। সত্যভূষণ 'বাইক' হইতে নামিতেই সেই মুর্ত্তি চোখে পড়িল। তাহার আজ ভারি স্ফূর্ত্তি, সকালের ব্যবহারের সে প্রতিশোধ লইবে। ডাক্তার বাবুর চিন্তার এবং মুখ বিকৃতির কারণ সে উপলব্ধি করিতে পারিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

কৌতুহল দমন করিয়া সত্যভূষণ ডাক্তার বাবুর নিকটবর্ত্তী হইল, এবং একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। ডাক্তার বাবু একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "কি চাই আপনার?"

"আজ্ঞে আপনাকে একটা 'ডাকে' যেতে হবে।"

"তুমি সকালে এসেছিলে, নয়?"

'আপনি' হইতে 'তুমি'তে উন্নীত হইতে দেখিয়া সত্যভূষণ পরম কৌতুক অনুভব করিল। বিনীত ভাবে কহিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

"আমার এখন যাওয়া হবে না।"

"কেন ডাক্তার বাবু?"

"আমাকে রাত্রের গাড়ীতে গাজীপুর যেতে হবে।"

"আজ্ঞে গাড়ীর এখনও যথেষ্ট সময় আছে। সেই রাত্রি এগারটার সময় গাড়ী ত? তার ঢের আগে আপনি ফিরে আসতে পারবেন।"

"কত ভিজিট দেবে?"

"আজ্ঞে যা চাইবেন!"

"আমার ভিজিট মফঃস্বলে সাধারণতঃ পঁচিশ টাকা। কিন্তু জরুরী ভাবে নিয়ে যাচ্ছ, চল্লিশ টাকা দিতে হবে। —পার্‌বে?

"আজ্ঞে নিশ্চয়ই পারব।"

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া ডাক্তার বাবু কহিলেন, "দিতে পারবে ত, না বাড়ী গিয়ে হাতে পায়ে ধরবে?"

"না, আপনার সে ভয় নেই। আমার বাপ ঠাকুর্দ্দা কখনও কারও হাতে পায়ে ধরেন নি—এমন কি মেয়ের শ্বশুরেরও নয়।"

ডাক্তার বাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "একটু দাঁড়াও, আমি আস্‌ছি। বাড়ী গিয়েই প্রথমে কিন্তু ভিজিট চাই, মনে থাকে যেন।"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গৃহে গৃহে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সত্যভূষণ ডাক্তার বাবুকে লইয়া বাড়ী আসিল। দরজার সাম্‌নে 'বাইক্' রাখিয়া ডাক্তার বাবুকে উপরে লইয়া আসিল। ঘরের ভিতর হ্যারিকেন জ্বলিতেছিল। ডাক্তার বাবু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া রোগীর খাটের নিকট গেলেন। রোগীর উপর দৃষ্টিপাত করিতেই তিনি অতি মাত্রায় বিস্মিত

হইয়া গেলেন; মুখ দিয়া অস্ফুট স্বরে উচ্চারিত হইল, "গণেশ!"

গণেশ হাসিয়া কহিল, "হাঁ ডাক্তার বাবু! আসুন! বসুন"—বলিয়া, শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিয়া ডাক্তার বাবুর বসিবার স্থান করিয়া দিলেন।

এমন সময় সত্যভূষণ দশ টাকার নোট চারিখানি আনিয়া ডাক্তার বাবুর সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "আপনার ভিজিট, ডাক্তার বাবু!"

ডাক্তার বাবু খপ্ করিয়া সত্যভূষণের হাত দুখানি ধরিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

প্রত্নতাত্ত্বিক

ক

চামারটুলির মোহনলাল বাবু একজন প্রত্নতাত্ত্বিক। কোথাও কিছু দেখিলেই সাগ্রহে কুড়াইয়া আনেন, এবং তাহা লইয়া আলোচনাও করেন। সেবারে সুবর্ণরেখার তীরে বেড়াইতে গিয়া কতকগুলি পাথর কুড়াইয়া আনিলেন, এবং সেগুলিকে দোতালায় উঠিবার সিঁড়ির পাশে রাখিয়া দিলেন।

বাড়ীতে কোন ভদ্রলোক বেড়াইতে আসিলে তাহাকে এই পাথরগুলি দেখাইয়া বলেন, "আমার জমিদারীর মধ্যে একটা পুকুরের পঙ্কোদ্ধারের সময় এই পাথরগুলি উদ্ধার করিয়াছি, এগুলিকে ব্রিটিশ মিউজিয়মে পাঠাইবার ইচ্ছা আছে।" মুখে বলিলেও সত্য সত্যই কিন্তু সেগুলিকে মিউজিয়মে পাঠাইতে পারেন নাই। তবে এমন একদিন আসিল যেদিন পাথরগুলিকে কুড়াইয়া আনা সার্থক হইয়াছে ভাবিয়া গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

মোহনলাল বাবু অর্থবান গৃহস্থ; বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, দেখিতে সুপুরুষ, সর্ব্বদা চোখে সোণার চশমা পরিয়া থাকেন

এবং গুম্ফ পাকাইয়া ভেড়ার শিংএর মত রাখেন; গায়ে অষ্টপ্রহর একটা হাতকাটা টুইল সার্ট। প্রত্নতাত্ত্বিক হইবার পূর্ব্বে কবি, ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার হইয়া যশের সোপানে উঠিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু হতভাগা দেশ তাহার যথোচিত সম্মান দিতে পারে নাই। ফলে তিনি চটিয়া কিছুই করিবেন না বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন।

কর্ম্মিষ্ঠ লোকের নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকা অসম্ভব; সুতরাং মোহনলাল বাবু কি করি কি করি ভাবিতেছিলেন। একদিন তাহার কোন বন্ধু কহিলেন, "পাটলিপুত্র খনন হ'চ্ছে, দেশের লোক প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার করতে আদা জল খেয়ে লেগেছে। খবরের কাগজওয়ালারাও খুব সুখ্যাতি করছে। তুমিও প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার কর। তোমার সময় আছে, অর্থ আছে, উৎসাহ আছে, চুপ করে বসে থেক না।"

কথাটা মিথ্যা নহে ভাবিয়া মোহনলাল প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধারে মনঃসংযোগ করিলেন।

দুই

সেদিন শনিবার। অপরাহ্নে মোহনলালের একজন বন্ধু আসিয়া দেখা দিলেন। প্রিয় বন্ধুকে বহুকাল পরে দেখিয়া

মোহনলাল খুব আহ্লাদিত হইলেন। সাংসারিক আলাপ পরিচয়ের পর মোহনলাল তাহার সংগৃহীত প্রস্তরখণ্ডগুলি বন্ধুবরকে দেখাইতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বন্ধুবর একটি প্রস্তরখণ্ড হাতে তুলিয়া লইয়া দূরে সরাইয়া এবং চোখের নিকটে আনিয়া অতি নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতে লাগিলেন।

বন্ধুবরকে এরূপ নিবিষ্টচিত্তে দেখিতে দেখিয়া মোহনলাল কহিলেন, "অত মনোযোগ দিয়ে কি দেখছ?"

"থাম—থাম। দেখ দেখি কি লেখা আছে?"

অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়া মোহনলাল বন্ধুবরের হাত হইতে প্রস্তরখণ্ডটি লইয়া দেখিলেন, সত্যই কতকগুলি হরেক রকমের দাগ কাটা। কোনটি গোল, কোনটি ত্রিকোণ, কোনটি লম্বা। দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইয়া গেলেন; কহিলেন, "কই এতদিন ত দেখিনি! পাঁক তুলবার সময় এনে রেখেছি, সেই থেকে ত আর দেখা হয় নি! এটা নিশ্চয়ই কোন রাজা রাজড়ার সময়ের। চল বৈঠকখানায় নিয়ে যাই, সেখানে বসে আলোচনা করা যাবে।"

উভয়ে বৈঠকখানায় বসিয়া পাথরটি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ভৃত্য আসিয়া চা দিয়া গেল। চা পান করিতে করিতে বন্ধুবর কহিলেন, "দেখ মোহন, ঐ লেখাগুলার

একটা প্রতিলিপি করে নাও, নিয়ে চল মিউজিয়মে যাই। সেখানকার প্রাচীন প্রস্তরলিপি সঙ্গে লেখা মিলিয়ে দেখা যাবে। কি বল ?"

"সে আর বল্‌তে! এখুনি চল। ট্যাক্সি ডাক্‌তে পাঠাচ্ছি"—বলিয়া, মোহনলাল ভৃত্যকে ট্যাক্সি আনিতে আদেশ করিলেন।

বন্ধুবর কহিলেন, "তুমি এতদিন যে প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কোন নোট্‌ টোট্‌ করে রাখ নি ?"

"নোট্‌ আর কি করব ? যা উদ্ধার করেছি তা মাসিকপত্রে ছাপিয়ে, হয় মিউজিয়মে নয় বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে পাঠিয়েছি। তখন ত আর এত ভাবিনি! যাক্‌ এবার থেকে নোট্‌ রাখা যাবে।"

"আচ্ছা, এখন যে মিউজিয়মে যাবে মিউজিয়ম খোলা আছে ত ?"

"না, এখন ত খোলা নেই !"

"আচ্ছা, মিউজিয়মে নাই বা গেলে, চল ভারত অনুসন্ধান সমিতির সম্পাদকের নিকট যাই। তুমি ওই পাথরখানা সঙ্গে নাও।"

"কেন, লেখার প্রতিলিপিটাই নিই না ?"

"না, না, পাথরখানা নিতে দোষ কি ? বইতে হবে ? তা এত বড় একটী আশ্চর্য্য ব্যাপারে নেমেছ, লোকে

তোমায় ধন্য ধন্য করবে, আর তুমি একটু কষ্ট স্বীকার করতে পারবে না?"

"না হে, তা নয়।"

"তবে?"

"ভদ্রলোক যদি বলেন, 'পাথরখানা এখানে রেখে দিয়ে যান্'—ভদ্রতার খাতিরে পাথর খানা রেখে আস্তে হবে ত?"

মোহনলালের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বন্ধুবর মনে মনে হাসিলেন, কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, তবে প্রতিলিপিটাই নাও।"

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল মোটর আসিয়াছে। দুই বন্ধুতে গিয়া মোটরে চাপিলেন।

৯

পদ্মপুকুর রোডে ভারত অনুসন্ধান সমিতির সম্পাদকের বাড়ী। নাম শ্রীধরনাথ গুপ্ত। তিনি প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার অনেক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বাহিরে যথেষ্ট নাম ডাক।

উভয় বন্ধু মোটর হইতে নামিয়া শ্রীধর বাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ী খানি ছোট, দ্বিতল।

বৈঠকখানা গৃহটী ক্ষুদ্র। কোন আসবার পত্র নাই। বোধ করি সেই সময় মিস্ত্রীরা গৃহখানির সংস্কার করিতেছিল বলিয়াই আসবাব পত্র সব সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল।

উভয়ে বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কেহ নাই বন্ধুবর একবার চারিদিক উঁকি মারিয়া কহিলেন, "মোহন, ডাক কাউকে!"

"কাকে ডাকি?"

"আরে, বাড়ীতে কে আছেন, বাড়ীতে কে আছেন, বলে ডাক না!''

বন্ধুবরের কথা মত মোহনলাল চীৎকার করিতে লাগিলেন। একটু পরে একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, "আপনারা কাকে চান?"

"বাবু আছেন?"

"আছেন।"

"একবার বল্‌তে পার যে বাইরে দু'জন ভদ্রলোক অপেক্ষা কর্‌ছেন?"

ভৃত্য চলিয়া যাইতেছিল, বন্ধুবর ডাকিয়া কহিলেন, "এটা শ্রীধর বাবুর বাড়ী ত?"

ভৃত্য ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলে বন্ধুবর কহিলেন, "আচ্ছা, তবে যাও।"

একটু পরে ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "আপনাদের কার্ড আছে ?"

মোহনলালের মুখ মলিন হইয়া গেল। বন্ধুবরের মুখ পানে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার সঙ্গে কার্ড আছে ?"

বন্ধুবর পকেট হইতে নিজের কার্ড বাহির করিয়া দিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল।

খানিক পরে চটি জুতার ফট্ ফট্ শব্দ করিতে করিতে শ্রীধর বাবু বাহিরে আসিলেন। বন্ধুদ্বয়ের উদ্দেশে হাত তুলিয়া নমস্কার করিতে করিতে কহিলেন, "হাঁ, আপনাদের কি প্রয়োজন ?"

উভয়েই প্রথমে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। বিস্মিত ভাব দূর করিয়া বন্ধুবর কহিলেন, "আপনার কাছে একটু কাজে এসেছি।"

"হাঁ, কি কাজ বলুন ?"

মোহনলাল পকেট হইতে প্রতিলিপিখানি বাহির করিয়া কহিলেন, "দেখুন, আমরা একখানা পাথর কুড়িয়ে পেয়েছি, তাতে এই লেখা ছিল। লেখাটা কোন্ সময়ের, কোন্ যুগের বল্‌তে পারেন ?"

মোহনলালের হস্তস্থিত কাগজ খানির পানে দূর হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শ্রীধর বাবু কহিলেন, "ওঃ ! হাঁ, এখন ত

সময় হবে না, আমি বড় ব্যস্ত। একটা জায়গা খোঁড়া হ'চ্ছে, তার সব উদ্ধার করতে আমার অন্যদিকে চাইবার ফুরসুৎ নেই,—হাঁ, আসি। নমস্কার"—বলিয়া, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চটি জুতার ফট্ ফট্ আওয়াজ করিতে করিতে যেমন আসিয়াছিলেন তেমনি চলিয়া গেলেন। দুই বন্ধু নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

৮

খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া বন্ধুবর কহিলেন, "চল আর দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে?"

মোহন বাবু মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিলেন, "কি অভদ্র লোক হে! একবার বস্‌তেও বল্‌লে না! বল্‌লে কিনা সময় নেই! বাড়ীতে এলাম—"

"আহা চট্‌ছ কেন বন্ধু! যে পথে নেমেছ এতে একটু আধটু এ রকম সহ্য করতে হবে বৈ কি? জান, যে যত সহ্য করবে সে তত উপর দিকে উঠ্‌বে। সুতরাং এতেই মন-মরা হয়ে গেলে চল্‌বে না। চল প্রফেসার পঞ্চানন্দের কাছে যাই। ভেবেছিলাম অত বড় স্কলারের কাছে যাব না। তা এখন দেখ্‌ছি না গিয়ে উপায় নেই। বাংলা দেশে ওঁর চেয়ে ত

বড় স্কলার নেই—ইউনিভারসিটি প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার করবার জন্যেই ওঁকে রেখেছে।—চল, সেখানেই চল!"

"সেখানে গেলেও ত এই রকম?"

"না হে না, চল না"—বলিয়া সম্মুখ দিয়া একখানা ট্যাক্সি যাইতেছিল, উভয় বন্ধু তাহাতে উঠিয়া পড়িলেন।

প্রফেসর পঞ্চানন্দ অতি অমায়িক ভদ্রলোক। মুখ এবং অন্তর এত মিষ্টি যে তাহার সহিত যে একবার সংস্পর্শে আসিয়াছে সেই-ই শত মুখে তাঁহার সুখ্যাতি করে। উভয়ে সেইখানে উপস্থিত হইবামাত্র পঞ্চানন্দ বাবুর সহিত দেখা হইল। তিনি উভয়কে আদর আপ্যায়ন করিয়া বৈঠকখানায় আনিয়া বসাইলেন। নিজেও তাহাদের পাশে বসিলেন। ভৃত্য আসিয়া পান চুরুট দিয়া গেল।

উভয়ের আসিবার কারণ অবগত হইয়া পঞ্চানন্দ বাবু কহিলেন, "আপনার ও প্রতিলিপিতে কোন ফল হবে না। আমরা আসল জিনিষটি দেখতে চাই। মনে হ'চ্ছে প্রতিলিপিটি ঠিক ভাবে তোলা হয় নি। আমরা আসল জিনিষটি না দেখ্‌লে কোন মন্তব্য প্রকাশ করতে পারব না।"

"যদি দয়া করে গরিবের কুটীরে—"

"তাই ভাল। আমরা যাব। তবে এক কাজ আপনাদের করতে হবে। শ্রীধর বাবুকে চেনেন? ভারত অনুসন্ধান

সমিতির সম্পাদক। তাঁকে সঙ্গে নিতে পার্‌লে ভাল হয়।”

উভয় বন্ধু নীরব হইয়া রহিলেন। একটু ভাবিয়া পঞ্চানন্দ বাবু কহিলেন, “আচ্ছা, আপনাদের যেতে হবে না। আমিই সব ব্যবস্থা কর্‌ছি। তবে আপনাদের সঙ্গে কথা রইল, পরশু বেলা সাড়ে তিনটা। বুঝলেন? সুবিধা হবে ত?”

“নিশ্চয়ই! আপনি যখন, যে সময় বল্‌বেন তাতেই আমাদের সুবিধা।”

“আচ্ছা, তবে এই কথাই রইল।”

উভয় বন্ধু নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন।

৬

সেদিন বৈকালে মোহনলালের বাড়ীতে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের সমাগম হইয়াছে। প্রফেসার পঞ্চানন্দ, শ্রীধর বাবু, তাঁহাদের সহিত আরও দুজন ঐতিহাসিক এবং একজন ফটোগ্রাফার আসিয়াছেন। শ্রীধর বাবু খান কয়েক মোটা মোটা বই ও বাঁধান মোটা মোটা খাতা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মুখে টেবিলের উপর সেই পাথরখানা আছে, তাহার চারিদিকে নানারূপ যন্ত্রপাতি। মোহনলাল তটস্থ

হইয়া সকলের পাশে পাশে ঘুরিতেছেন। আজ তাহার যশের বিজয় দুন্দুভি বাজিবে ; বুকখানা আনন্দে ও উৎসাহে দশ হাত ফুলিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীধর বাবু একখানা মোটা খাতা খুলিয়া পাথরের অক্ষরের সঙ্গে তাঁহার খাতায় সংগৃহীত কোন লিপির সহিত মিলে কিনা তাহাই মনোযোগ দিয়া দেখিতেছিলেন।—খানিক দেখিয়া কহিলেন, "না, এ রকম লেখার কোন প্রস্তর পাইনি। আমার মনে হয় এ আরও পুরাণ কালের লেখা—বৌদ্ধ যুগেরও আগের।"

প্রফেসার পঞ্চানন্দ পাথরখানি নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতে দেখিতে কহিলেন, "সম্ভব।"

"সম্ভব নয়, নিশ্চয়ই ; দেখ্ছেন না, লেখার টান, হরফের ভঙ্গী, কোথাও মোটা কোথাও সরু, কোথাও গোল, কোথাও ত্রিকোণ, কোনটাই সমান ভাবের নয় ? আমরা যে-সব লেখা পেয়েছি তা কেমন জটিল থেকে সরল হয়ে এসেছে, কার পর কোন্‌টি বেশ বোঝা যায়।—এ কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"

"তাইত—আচ্ছা, এর ফটো নিয়ে চল। দেখা যাক্ কি করা যায়।"

ফটোগ্রাফার সঙ্গেই ছিল। তিনি একটি টুলের উপর পাথরটি রাখিয়া 'ক্যামেরা' ঠিক করিতে লাগিলেন।

চাকরটা সেইখানে দাঁড়াইয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে বাবুদের কার্য্য কলাপ দেখিতেছিল। একটু ভয়ের সহিত মোহনলালের বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বাবু, পাথরটার ফটো নিয়ে কি হবে ?"

"আরে বোকারাম! পাথরের কি আর ফটো নেওয়া হচ্ছে ? ওর উপর যে লেখা রয়েছে না, তারি ফটো নেওয়া হচ্ছে।"

"আজ্ঞে, ওটা ত লেখা নয়।"

"তবে ওটা কি ?"

"আজ্ঞে ওটা একটা গাছ! আমি বাটালি দিয়ে গাছটা আঁকছিলুম। ওটা এখনও শেষ হয় নি—এই দেখুন না বাবু" —বলিয়া সে গাছের গোড়া হইতে মাঝখান পর্য্যন্ত দেখাইল।

প্রফেসর পঞ্চানন্দ হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। শ্রীধর বাবুর কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। মোহনলাল বজ্রাহতের মত নির্ব্বাক্ হইয়া ভৃত্যের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল

১

বর্ষাকাল। বেলা প্রায় দশটা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। মদন বাবু সদরের দিকে পিঠ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। গোমস্তা অদূরে চশমা চোখে বসিয়া খাতা লিখিতেছিল এবং মাঝে মাঝে চশমার ফাঁক দিয়া বাবুর পানে চাহিতেছিল। আর ভৃত্য রামধন দরজার নিকট দাঁড়াইয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতেছিল।

মদন বাবু কহিতেছিলেন, "খড় কাটিবার সময় গুণে কেটেছিলি?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তবে দু আঁটি কমে গেল কেন? তোকে ত বলে দিয়েছি দিন অতগুলি খড় কাট্‌বি? আজ তুই দু আঁটি খড় বেশী কেটেছিস্।"

"আজ্ঞে দু আঁটি আর কখন কাট্‌লুম? যা দৈনিক বরাদ্দ আছে তাই ত কেটেছি।"

"তবে দু আঁটি খড় গেল কোথায়? যদি না কেটেছিস্ তবে বিক্রী করেছিস্ নিশ্চয়ই।—আচ্ছা, দেখুন গোমস্তা বাবু, খাতায় ওর নামে একটা পয়সা খরচ লিখে নিন্ ত। বাজারে এক পয়সায় দু আঁটি খড়—"

কথা শেষ হইল না—ঘড়্ ঘড়্ করিয়া একখানা ছ্যাক্‌রা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া দরজায় থামিল।

মদন বাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, গৃহিণী পুরীধাম হইতে তীর্থ করিয়া ফিরিয়াছেন। মুখখানা মুহূর্ত্তে অপ্রসন্ন ভাব ধারণ করিল। তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। রামধন এই অবসরে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরী গাড়ী হইতে নামিয়াই দেখিলেন, সম্মুখে কর্ত্তা বসিয়া আছেন। একটু শঙ্কিত হইলেন। তিনি গিয়াছিলেন একলা, কিন্তু ফিরিলেন দোক্‌লা—একটি ছয় মাসের কন্যা লইয়া। কন্যাটিকে দেখিলে কর্ত্তা যে খুব সন্তুষ্ট হইবেন না এবং এজন্য যে রীতিমত কলহের তুফান চলিবে, ইহা গৃহিণী বিলক্ষণ জানিতেন। তাহার জন্য প্রস্তুতও হইয়া আসিয়াছেন। তবে একেবারে সদরে কর্ত্তার সঙ্গে দেখা

হইবে এটা আশা করেন নাই। আমলা চাকরদের সম্মুখে যে কর্ত্তা তাঁহাকে কটূক্তি করিবেন এইটাই তাঁর ভয়ের কারণ। ভাগ্য সুপ্রসন্নই হউক আর যাই হউক, কর্ত্তা যখন অপ্রসন্ন মুখে পিছন ফিরিলেন, তখন গৃহিণী আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া কন্যাটিকে বুকে লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

২

গৃহিণীকে দেখিয়া কর্ত্তার মুখখানা অপ্রসন্ন হইবার কারণ ছিল। কর্ত্তা গৃহিণীতে সদ্ভাব খুব কম। এমন দিন যাইত না যে উভয়ে কলহ না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। কর্ত্তার কৃপণ বলিয়া অখ্যাতি ছিল। কিন্তু কৃপণ বলিলে অত্যুক্তি হয়। কৃপণ ঠিক নহেন। তবে যা খরচ বরাদ্দ আছে তার বেশী একটি কড়িও তিনি খরচ করিবেন না। গৃহিণীর ছিল মুক্ত হস্ত। কর্ত্তার নিয়ম, বাড়ীতে যাহারা আছে তাহারা ব্যতীত অন্য অতিথি কি আত্মীয় কুটুম্ব কেহ আসিতে পারিবে না,—আসিলেও এক বেলার বেশী থাকিবে না। কিন্তু গিন্নী বাড়ীতে আত্মীয় কুটুম্ব আনিতে ভাল বাসিতেন। মাঝে মাঝে আত্মীয়দের আনাইয়া দু চার দিন বাড়ীতে রাখিতেন। ইহাতে কর্ত্তা জ্বলিয়া উঠিতেন। গৃহিণীর

সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া পরাস্ত হইলে সমস্ত রাগ গিয়া চাকর কিম্বা আমলাদের উপর পড়িত। কিন্তু তাহাতে গৃহিণী মোটেই দমিতেন না; উপরন্তু দুই দিনের পরিবর্ত্তে আত্মীয়দের চারি দিন রাখিয়া দিতেন। এই রকমে দিন কাটিতেছিল মন্দ নয়—কিন্তু মুস্কিল হইল গৃহিণীর তীর্থযাত্রা লইয়া।

সেদিন দ্বিপ্রহরে কর্ত্তা আহারে বসিয়াছেন, গৃহিণী সম্মুখে বসিয়া পাখা করিতেছিলেন, আর দুই একটা সাংসারিক বিষয় লইয়া আলোচনা হইতেছিল। হঠাৎ গৃহিণী কহিলেন, "আস্‌ছে শুক্রবার ৺পুরীধামে যাচ্ছি। খেঁদি (গৃহিণীর কনিষ্ঠা ভগিনী) লিখেছে, সেও যাবে। তার সঙ্গে দেখাও হবে আর রথে জগন্নাথ দর্শনও হবে। খেঁদির বিয়ের পর থেকে ত আর দেখা হয়নি! তোমার মত কি?"

মদন বাবু কথার জবাব দিলেন না। তবে আহারের সময় যা দু একটি কথা কহিতেছিলেন তাহা বন্ধ করিয়া নীরবে আহার করিতে লাগিলেন।

"কথা গুলো কি কানে গেল?—না, আমি এতক্ষণ মিছে বকে ম'লাম?"

এক ঢোক জল পান করিয়া মদন বাবু বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, "তা আমাকে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন?"

"প্রয়োজন এই যে টাকা চাই। তা ছাড়া তুমি স্বামী। সেই জন্যে।"

"টাকা নেই।"

"আমাকে কচি খুকি পেলে নাকি! যা বল্‌বে তাই শুন্‌ব?"

"না শোন, নেই,—তোমার যা ইচ্ছা কর্‌তে পার।"

"সে ত পরের কথা! এখন টাকা দেবে কি না বল?"

কর্ত্তা জবাব না দিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

"চুপ করে রইলে যে?"

মদন বাবু মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "যাওয়া হবে না।"

"কেন?"

"কৈফিয়ৎ দিতে হবে না কি? আমি বাজে খরচ কর্‌তে টাকা দিতে পরব না?"

"টাকা কি তবে পরকালে সাক্ষী দেবার জন্যে রাখা হয়েছে?"

মদন বাবু চটিয়া গেলেন, কহিলেন, "আমি এক পয়সা দিতে পারব না। তুমি তোমার গাঁটের পয়সা খরচ করে যেতে পার!"

"আচ্ছা, তবে শুনে যাও। আমার ছোট ভাইকে আস্‌তে লিখেছি। সে কাল আস্‌বে; তার সঙ্গে পুরী যাব,—তুমি টাকা দাও বা না দাও। তোমাকে জানিয়ে দিলুম।"

কর্ত্তা আপন মনে গজ্ গজ্ করিতে করিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

গৃহিণী যথাসময়ে তাঁহার ভ্রাতার সহিত পুরী রওয়ানা হইলেন। সেথানে তার সইয়ের সঙ্গে দেখা। সইএর তখন মুমূর্ষু অবস্থা। সেই অবস্থায় সই তাহার তিন মাসের কন্যাটিকে মোক্ষদাসুন্দরীর হাতে তুলিয়া দিয়া চিরনিদ্রিত হন। সেই কন্যাকে লইয়া তিনি বাড়ী ফিরিলেন।

৩

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মদন বাবু জলযোগ করিতে বসিয়াছেন। গৃহিণী অদূরে নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন। উভয়ে কথা নাই। কর্ত্তা নীরবে আহার করিতেছেন, আর গৃহিণী নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, হঠাৎ পাশের ঘর হইতে 'ওঁয়া ওঁয়া' করিয়া কে কাঁদিয়া উঠিল। কর্ত্তা চম্‌কিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "কে কাঁদে?"

গৃহিণীর মুখখানা মুহূর্ত্তে মলিন হইয়া গেল। পরক্ষণে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পাশের ঘর হইতে খুকীকে কোলে করিয়া লইয়া আসিলেন।

মদন বাবু বিস্মিত ও কৌতুহলাক্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "এ আবার কে?"

মৃদু হাসিয়া গৃহিণী কহিলেন, "ওমা! তাইত! তোমায় যে বল্‌তে একেবারে ভুলে গেছি! এটি—এটি হচ্ছে আমার তীর্থ যাত্রার ফল!"

"তার মানে?"

"তার মানে, এটিকে কুড়িয়ে এনেছি।"

মদন বাবু অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। গৃহিণীর এত বড় বুকের পাটা! তাঁহাকে না বলিয়া, না জানাইয়া যে একটা মেয়েকে কুড়াইয়া আনিবে এ কথা মদন বাবু কল্পনাতেও আনিতে পারেন না। এই অসম্ভাবিত ঘটনায় তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

মোক্ষদাসুন্দরী স্বামীর নিকটবর্ত্তী হইয়া হাসিয়া কহিলেন, "আহা! দেখ, দেখ, তোমার দিকে কেমন চেয়ে আছে, যেন তোমায় কত চেনে।"

মদন বাবুর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি রক্ত চোখ পত্নীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কুড়ান মেয়ে ঘরে এনেছ? দূর কর! দূর কর! ফেলে দাও! ফেলে দাও!"

সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া গৃহিণী কহিলেন, "দেখ, দেখ, কেমন মিট্ মিট্ করে চাচ্ছে! তোমার কোলে যাবার

জন্যে কেমন কর্‌ছে দেখ দিকি! একবার কোলে নেবে? নাও না?"—বলিয়া মোক্ষদাসুন্দরী স্বামীর কোলে খুকীকে দিতে গেলেন।

মদন বাবু তিন হাত পিছাইয়া গিয়া সরোষে কহিলেন, "তোমার কি মাথার ভিতর সব গোলমাল হয়ে গেছে?"

"কেন?"

"তা নয়? নিশ্চয়ই হয়েছে। একটা রাস্তার মেয়ে, যার মা বাপের ঠিক নেই তাকে কিনা তুমি আমার বিছানায় তুল্লে, আবার নির্লজ্জের মত কোলে ক'রে আদর করা হচ্ছে! —ছি ছি ছি!"

কথাগুলি গায়ে না মাখিয়া গৃহিণী কন্যাটীকে আদর করিতে লাগিলেন। মদন বাবু রাগে ক্ষোভে ফুলিতে ফুলিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণী খুকীকে আদর করিয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিলেন।

ঘণ্টা খানেক পরে মদন বাবু পুনরায় অন্দরে প্রবেশ করিয়া গৃহিণীকে কহিলেন, "মেয়েটাকে বিদায় করেছ?"

"না"—

"কেন? তোমায় বার বার করে বলে গেলাম!"

"বাঃ! কোথায় মেয়েটাকে বিদায় কর্‌ব? কে মেয়েটাকে দেখ্‌বে, কে মেয়েটাকে মানুষ করবে, শুনি?"

"চুলোয় যাক্ তোমার মানুষ করা! রাস্তায় টেনে ফেলে দাও। শেয়াল কুকুরে খেয়ে ফেলুক! তা না পার, দাও, অনাথ আশ্রমে দিয়ে আসি। দাও, বার করে দাও। আচ্ছা, তোমাকে দিতে হবে না, আমিই আন্‌ছি"—বলিয়া উপরে উঠিতে গেলেন।

মোক্ষদাসুন্দরী দ্রুত পথ রোধ করিয়া কহিলেন, "কোথায় যাচ্ছ?"

"মেয়েটাকে আন্‌তে!"

"কোথায় নিয়ে যাবে?"

"অনাথ আশ্রমে দিয়ে আসব!"

'আমি দিতে দেবো না।"

"তোমার হুকুম নাকি?"

"হাঁ, আমার হুকুম। আমি অনাথ আশ্রমে দেবার জন্যে তার কাছ থেকে মেয়ে আনি নি। আমার মেয়ে নেই, মানুষ কর্ব্ব বলে এনেছি।"

"ওর ভার নেবে কে?'

"তুমি! তুমি! তুমি!"—

মদন বাবু ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "আপনি খেতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে—"

"এর মানে? কাকে লক্ষ্য করে বল্‌ছ, শুনি?"

গৃহিণীর, রুক্ষমূর্ত্তি দেখিয়া মদন বাবু একটু নরম হইয়া কহিলেন, "ওকে দূর করে দেবে না ?"

"কিছুতেই না ! কিছুতেই না ! কিছুতেই না ! এই তিন সত্যি করলাম। যাও, তুমি নিজের কাজে যাও !"

"কি ! দেবে না ?"

"তুমি মারবে নাকি আমাকে ? আমি দেবো না।"

"আচ্ছা ! আমি দেখে নিচ্ছি !"—বলিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

"তাই, তুমি দেখে নিও।"—বলিয়া অভিমানে ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া গৃহিণী উপরে উঠিয়া গেলেন।

৪

মদন বাবু মুখখানা ভীষণ গম্ভীর করিয়া বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া বসিলেন। কপালের শিরা উপশিরা গুলি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া ভৃত্যকে তামাক দিতে বলিলেন। ভৃত্য তামাক দিয়া গেল। তিনি ভৃত্যকে কহিলেন, "একবার সদুকে ডেকে দে ত রে ?"

বাড়ীর ঝিয়ের নাম সদু। অনেক দিন এ সংসারে আছে। মেয়েটি খুব ভাল। তাহার সরল এবং অমায়িক ব্যবহারে বাড়ীর সবাই তাহাকে ভালবাসে। সদু আসিয়া উপস্থিত হইল। মদন বাবু তাহার পানে চাহিয়া কহিলেন, "দেখ সদু, আজ থেকে আমার বিছানা এইখানেই হবে। তুমি বিছানা নিয়ে এস।"

সদু চলিয়া গেল। খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মা বিছানা দিলেন না।"

"কি বল্‌লেন ?"

"প্রথম ত কথা কানেই তুল্‌লেন না। তারপর বল্‌তে বল্‌লেন,—বিছানা ? বিছানা কি হবে ? ছত্রিশ জাত এসে তক্তপোষে বসে, সেখানে পাততে আমি বিছানা দেবো ? তোর কি ভীমরতি হয়েছে সদু ? যা, তুই নিজের কাজ কর্‌গে যা।"

মদন বাবু নিরুত্তরে তামাক টানিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর মদন বাবু কহিলেন, "আবার যাও সদু, বিছানা নিয়ে এস। আমার বিছানা নিয়ে আস্‌বে তার তাতে আপত্তি কিসের ? ছত্রিশ জাত ? আমি বাঁচলে ত জাত ! আমি মরে গেলে তখন যে জাত কোথায় থাক্‌বে তার ঠিক নেই ! জাত ! জাত ! জাত নিয়ে গেলেন আর কি ? যাও,

নিয়ে এস আমার বিছানা। দেখি কত বড় ক্ষমতা, আমার বিছানা আট্‌কে রাখে? যাও বলগে, বাবু এখুনি তাঁর বিছানা চাইলেন। না দেয়, জোর করে নিয়ে আস্‌বে। হুঁ! আব্দার! দেখাচ্ছি মজাটা একবার!" বলিয়া মদন বাবু নিজের মনেই গর্ গর্ করিতে লাগিলেন।

সদু বুঝিল এবার গতিক মন্দ। জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ। বেচারী এখন দাঁড়ায় কোথা! গৃহিণী যখন গোঁ ধরিয়াছেন তখন কাহার সাধ্য উপর হইতে বিছানা লইয়া আসে। আর কর্ত্তা বাবুও নাছোড়বান্দা, বিছানা আনা চাই। এখন তাহার উভয় সঙ্কট। সে চিন্তিত মনে চলিয়া গেল।

খানিক পরে বিষণ্ণ মুখে ফিরিয়া আসিল। চোখ মুখ ছল্ ছল্ করিতেছে। মদন বাবু কহিলেন, "কিরে সদু কি হোল, তোর চোখ মুখ ছল্ ছল্ কর্‌ছে কেন?"

সদু কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "আমার জবাব হয়ে গেল বাবু। মা আমায় জবাব দিলেন!"

"জবাব দিলেন, কি রকম? তিনি জবাব দেবার কে?"

"তা জানিনে বাবু। আমি বললাম, বাবু তাঁর বিছানা চাইলেন। তাতে মা বল্‌লেন, তোকে যে এখুনি বলে দিলাম—তুই আবার এলি কেন? তাতে আমি বল্‌লুম, বাবু যে শুতে পাবেন না মা! বিনা বিছানায় কি মানুষ

শুতে পারে? তাতে মা বল্লেন, তুই যে বড় দরদী হয়ে উঠেছিস্ সত্তু! কে তোর বাবুকে মাথার দিব্যি দিয়ে বাইরে শুতে বলেছে? যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড! যা—যা—তোর নিজের কাজ করগে। তাতে আমি বল্লাম, যদি বিছানা না দাও মা, তা'হলে বাবু জোর করে নিয়ে যেতে বলেছেন। যাই একথা বলা অমনি মা আমার পানে এমন কট্ মট্ করে চাইলেন, তা আর কি বল্ব বাবু! বল্লেন, তোর বড় বুকের পাটা হয়েছে, সত্তু? তোকে আমি এখুনি জবাব দিলাম। যা, বেরো এখান থেকে। ফের যদি তুই ঘরে ঢুকিস্ তা হলে তোকে খ্যাংরা মেরে বিদেয় করব। যা, বেরো বল্ছি। বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন।"—বলিয়া, সত্তু আঁচলে চোখের জল মুছিতে লাগিল।

মুখখানা গম্ভীর করিয়া খানিক নীরবে থাকিয়া মদন বাবু কহিলেন, "হুঁঃ তোকে জবাব দিয়েছে! ভারি ক্ষমতা জবাব দেয়? তুই আমার ঝি, আমি তোকে নিযুক্ত করেছি, আমি জবাব না দিলে কার সাধ্যি তোকে জবাব দেয়?"—বলিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত কলিকাটি হুকার মাথায় বসাইয়া টানিতে লাগিলেন। খানিক টানিয়া কহিলেন, "সে মেয়েটা আছে, না তাকে বিদেয় করেছে?"

"আছে—"

."এখনও বিদেয় করেনি! আমি বার বার করে বলে এলাম, বিদেয় কর। তা শুন্‌লে না! বড় অহঙ্কার হয়েছে, নয়! আচ্ছা! আমি অহঙ্কার ভেঙ্গে দিচ্ছি। তুই কাল দেখে নিস্ সদু, ওর দর্প চুরমার হয়ে গেছে। গরবে চোখে কানে দেখতে পায় না। আমি স্বামী—আমায় কিনা একটা চাকরের মত দেখে! যা, তুই কাজ করগে। আমি ওকে জব্দ করে দিচ্ছি।"—বলিয়া পুনরায় হুকায় টান মারিতে লাগিলেন।

৫

তৎপর দিন প্রাতে মদন বাবুকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ঝি চাকর সকলেরই মুখ বিষণ্ণ। সকলেই বুঝিল, বাবু রাগ করিয়া গিয়াছেন। সদু ত কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির। পাড়ায় পাড়ায় অন্বেষণ করা হইল—কিন্তু বাবুকে পাওয়া গেল না। সকলেই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। গৃহিণী কিন্তু নির্ব্বিকার। কোনও ভাবনা নাই—এতে যে একটা ভাবনা আসিতে পারে—তাহা যেন তাঁহার ধারণাই হয় না, তিনি এমনি ভাবে সকলের সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ঝি চাকরদের

ধমক দিয়া কহিলেন, "বাবু গেছেন তার হয়েছে কি? অত চেচামেচি কিসের?"

"বল কি মা? বাবু গেলেন—তাঁর খোজ করব না? আহা, কাল রাত্রে বাবু আদৌ ঘুমুতে পান নি।"—বলিয়া সদু চোখের জল মুছিতে লাগিল।

মোক্ষদাসুন্দরী কহিলেন, "মানুষ যদি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারে ত লোকে কি করবে? দেখ্ সদু, অত ভাবিস্ নে! বাবু যখন নেই তখন তোর কাজ ঢের কমে গেল। এখন থেকে তুই খুকিকে নিয়ে থাক্‌বি, বুঝলি? আর গোমস্তা বাবুকে বলে দে যে বাবু নেই বলে যেন কাজের কোন গাফলতি না হয়। যদি কারও কাজে গাফলতি দেখি তবে তাকে দূর করে দেবো। চিনিস্ ত আমাকে?"

গিন্নীর আদেশ শুনিয়া যে যার কাজে চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে প্রায় মাস খানেক কাটিয়া গেল। কর্ত্তা ফিরিলেন না। গৃহিণী মনে মনে একটু শঙ্কিত হইলেন। পরক্ষণে সে শঙ্কিত ভাব দূর করিয়া দিয়া কহিতে লাগিলেন, "কি বেয়াক্কেলে লোক! এই যে একটা মেয়ে এনেছি, সাত মাস হতে চল্‌ল—যাই হোক্ ইষ্ট দেবতার পা ছোঁয়া একটু পেশাদি জল—চারটি ভাত মুখে ত দিতে হবে! তা নয় রাগ করে গেছেন! আ মরে যাই! ডাক্ ত সদু একবার গোমস্তা

মশাইকে। বলিস্, আদায় ওয়াশীলের কাগজ পত্র যেন সঙ্গে নিয়ে আসেন।"

গোমস্তা মশাই আসিলে কহিলেন, "দেখুন ত গোমস্তা মশাই, তহবিলে কত টাকা আছে।"

"আজ্ঞে আড়াইশ টাকা।"

"মোটে? আদায় করা হয় না বুঝি? আপনারা কাজে গা দিচ্ছেন না, বুঝতে পারছি! এত কম টাকা কেন গোমস্তা মশাই?"

"আজ্ঞে মা, প্রজারা গরীব, খেতেই পায় না, তা তারা খাজনা দেবে কি?"

"ও সব শুন্‌তে চাই না! আজ থেকে চার দিনের মধ্যে আমার ছ' শ' টাকা চাই! মনে থাকে যেন।"

গোমস্তা মশাইয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন, "তাই ত মা! কেমন করে যে কি হ'বে কিছুই ত বুঝ্‌তে পারছি না!"

"আচ্ছা দেখুন দিকি একবার খাতা খানা, ছোট গোলায় কত ধান জমা আছে।"

"আজ্ঞে মা! আট শ' মণ।"

"বেশ! ওই থেকে শ' দুই মণ ধান বার করে নিয়ে বিক্রী করে আমার ছ'শ টাকা দেবেন। বুঝলেন?"

গোমস্তা মশাই মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "আজ্ঞে মা! এরি মধ্যে খরিদ্দার পাব কি?"

"কোন কথা শুন্‌তে চাইনে। এও যদি না পারেন, আপনি অন্য লোক ঠিক করে তাকে কাগজ পত্র বুঝিয়ে দেবেন, আপনার দ্বারা আর কাজ চল্‌বে না।"

"আজ্ঞে মা বাবু যদি—"

"বাবু! বাবু কোথায়? এখন আমি যা বল্‌ছি তাই করুন। আমার কথার উপর আবার বাবু! যান্, চার দিনের মধ্যে টাকা চাই।—হাঁ, আর ভট্‌চাজ্যি মশাইকে একবার ডেকে দেবেন।"—বলিয়া গোমস্তা মশাইকে বিদায় করিয়া দিলেন।

একটু পরে ভট্‌চাজ মশাই আসিলেন। সদুকে দিয়া খুকীর অন্নপ্রাশনের কথা বলাইলেন। ভট্‌চাজ মশায় কহিলেন, "কার মেয়ে, কি গোত্র এসব জান কি মা?"

সদু কহিল, "মা সব জানেন। কুলিনের মেয়ে।"

"তবে কোন গোলমাল নেই। এই ফর্দ্দ নাও। এই মত জিনিষ পত্র কিন্‌বার ব্যবস্থা করিও মা। বৃহস্পতিবার দিন ভাল। সেই দিনই বেশ।—লোকজন খাওয়ান হবে কি মা?"

সদু কহিল, "আপনি ফর্দ্দ নিয়ে যান, গোমস্তা মশাইকে নিয়ে সব জিনিষপত্তর কিন্‌বেন। আর লোকজন খাওয়ান

সম্বন্ধে, মা মেয়ে মানুষ—এসব কি পেরে উঠবেন ? কর্ত্তা মশাই আবার অনুপস্থিত। আপনারা সব নিজে করে কর্ম্মে না নিলে কেমন করে হবে ? আপনি আর গোমস্তা মশাইতে মিলে খাওয়ান দাওয়ান, জিনিষপত্তর কেনার সমস্ত ব্যবস্থা করুন।”

“সে কি আর আট্‌কাবে মা ? রঘুনাথ জীউ নিজেই সব করে নেবেন। তাঁরই কাজ।”—বলিয়া গৃহ-দেবতা রঘুনাথ জীউর উদ্দেশে ভট্‌চাজ মহাশয় করযোড়ে প্রণাম করিলেন।

৬

সেদিন মদন বাবু সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করিলেন। অধিক রাত্রে ঘুম যদিও আসিয়াছিল কিন্তু মশার কামড়ে ঘুম ত তুচ্ছ কথা শয়ন পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। বসিয়া থাকিয়া রাত কাটাইয়া দিলেন। গৃহিণীর উপর আক্রোশে মাথার ভিতর তপ্ত শোণিত খরবেগে বহিতেছিল। ভোর হইবার পূর্ব্বেই গৃহ ত্যাগ করিলেন। মনে মনে ঠিক করিলেন যতদিন না গৃহিণী মেয়েটাকে অনাথ আশ্রমে পাঠাইয়া দিবেন ততদিন বাড়ী ফিরিবেন না। বাড়ী আসা দূরের কথা, একটা সংবাদ পর্য্যন্ত দিবেন না।

মনে এইরূপ একটা অভিসন্ধি লইয়া তিনি অজ্ঞাতসারে গৃহ ত্যাগ করেন। হুগলিতে আসিয়া কোন কুটুম্বের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেখানে মন টিকিল না, কলিকাতায় আসিলেন। আজ এখানে কাল সেখানে থাকিয়া কিছুদিন কাটিল। বিদেশে আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ীতে অবস্থান করায় তাঁহার মনে একটা বিরক্তি ভাব জন্মিল। একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে গৃহিণী মেয়েটাকে অনাথ আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। প্রাণে আনন্দ আসিল। তৎপর দিন বৈকালের গাড়ীতে বাড়ী রওয়ানা হইলেন।

গাড়ীতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, মেয়েটাকে যখন অনাথ আশ্রমে পাঠান হইয়াছে তখন নিশ্চয়ই মাসে মাসে গৃহিণী তাহার জন্য কিছু খরচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আসিবার সময় গোমস্তা মশাইকে খরচ দিতে নিষেধ করা হয় নাই। বড় ভুল হইয়া গিয়াছে ত! যাই, গিয়ে যদি দেখি টাকা দেওয়া হইতেছে তা'হলে তখুনি বন্ধ করিয়া দিব।

৭

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি। আকাশে মেঘ নাই। অসংখ্য তারকাপুঞ্জ ঝিক্‌মিক্ করিয়া

হাসিতেছিল। ট্রেন থামিয়া গেল। প্ল্যাটফরমে কুলিরা হাঁকিল; "নবদ্বীপ নবদ্বীপ।" মদন বাবু ছোট একটা পুঁটুলি লইয়া নামিয়া পড়িলেন।

প্ল্যাটফরমের বাহিরে আসিতেই ভাড়াটে গাড়ীর গাড়োয়ানরা তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। কেহ কহিল, "বাবু গাড়ী চাই ?" কেহ কহিল, "কর্ত্তা যাবেন কোথা ?"

কোন মতে তাহাদের বিদায় করিয়া মদন বাবু রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন। ষ্টেশন হইতে তাহার বাড়ী এক মাইল পথ। রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটীর আলো অতি মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। এই আলোকে রাস্তা দেখা দূরের কথা, হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া আঘাত পাইবার সম্ভাবনাই বেশী। যাহা হউক, মদন বাবু প্রাণ বাঁচাইয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন।

বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, বাড়ীতে আলোয় আলোময়। ছাদে গ্যাস্ জ্বলিতেছে, লোকজন সব ছুটাছুটি করিতেছে। কেহ কহিতেছে, লুচি আন; কেহ কহিতেছে, এদিকে যে একেবারে তরকারী প্রড়ে নি ? ও ঠাকুর তরকারী নিয়ে এস না ?—ইত্যাদি। দেখিয়া মদন বাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ব্যাপার কি ? এঁ্যা ! দাঁড়াইয়া খানিক চিন্তা করিলেন, —একি, আমার শ্রাদ্ধ হইতেছে নাকি ? আমার অনুপস্থিতিতে

এবং চিঠি পত্র না দেওয়ায় গৃহিণী বোধ হয় আমায় মৃত ভাবিয়াছেন। নিশ্চয়ই ত। এরা আমার জীবন্ত অবস্থায় আমাকে মৃত বলে আমার শ্রাদ্ধ করিতেছে। কি সর্ব্বনাশ! এঁ্যা! এত শ্রাদ্ধ নয়, এযে শ্রাদ্ধের উপর শ্রাদ্ধ। নমো নমঃ করিয়া শ্রাদ্ধ সারিলেই চলিত। তা নয় আবার টাকার পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধ হইতেছে। এরা দেখিতেছি আমার ভিটেয় ঘুঘু না চরাইয়া ছাড়িবে না।—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি খিড়্কি দিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

উঠান হইতে রোয়াকে উঠিতেই গৃহিণীর সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল। গৃহিণী ছুটিয়া আসিয়া কর্ত্তাকে ধরিয়া কহিলেন, "আঃ বাঁচলাম! যা হোক খুব সময়ে এসে পড়েছ। মুখখানা শুকিয়ে গেছে যে! সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি বুঝি? আহা! নাও, হাত-পা ধোও। ও সদু, সদু, বাবু এসেছেন।—ওরে হাত পা ধোবার জল দে। আমি কাপড় নিয়ে আসি।"—বলিয়া মদন বাবুকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া একরূপ ছুটিয়া গিয়া একখানা কাপড় লইয়া আসিলেন।

গৃহিণীর ব্যবহারে কর্ত্তা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় গৃহিণীর আদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে লাগিলেন।

কর্ত্তার হাত পা ধোয়া হইয়া গেলে গৃহিণী কহিলেন, "চল, খেতে বস্‌বে চল। দালানে তোমার ঠাঁই করে দিয়েছি।—কি আক্কেল তোমার! আমি মেয়ে মানুষ, একা কি এত বড় একটা যগ্যি সাম্‌লাতে পারি? নাও, বসে পড়।"—বলিয়া আহারের সম্মুখে মদন বাবুকে বসাইয়া দিলেন, কহিলেন, "মেয়েটার আজ ভাত, আর তুমি দিব্যি আরামে নিশ্চিন্ত হয়েছিলে! বেশ লোক যা হোক! তুমি থাক্‌লে আর একটু ধুমধাম করতুম।"—বলিয়া গৃহিণী আরও প্রায় দিস্তা খানেক লুচি আনিয়া কর্ত্তার পাতে ফেলিয়া দিলেন।

গ্রহের ফের

১

অনেক দিনের কথা। বৈশাখ মাস। রাত্রি দশটা। বিবাহ বাড়ী। গোধুলি লগ্নে বিবাহ হইয়া গেছে। লোক জন খাওয়ান কতক শেষ হইয়াছে, কতক হইতেছে, কিন্তু বরযাত্রীরা কেহ আহার করে নাই। বৃদ্ধ সেন মহাশয় বহির্ব্বাটীতে বসিয়া গম্ভীর মুখে তামাক টানিতেছেন। বরযাত্রীগণকে আহার করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও আহার করাইতে পারেন নাই। শেষ বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া বাহিরে আসিয়া বসিয়াছেন। অদূরে জ্যেষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্র ওরফে বাবলা বসিয়া বরযাত্রীদের দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। সেন মহাশয় নীরবে হুঁকা টানিয়া চলিয়াছেন। কলিকায় আগুন ছিল না, ধোঁয়াও বাহির হইতেছে না, তথাপি সেন মহাশয় টানিতেছেন। যখন কলিকায় কিছু নাই বুঝিতে পারিলেন তখন ভৃত্যকে ডাকিয়া পুনর্ব্বায় তামাক সাজিতে

আদেশ করিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল। পুত্রের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বাধা দিলে কেন? না হয় তারা যেত!"

"তা বলে মেয়েদের ভেতর অজানা লোকগুলো গিয়ে দাঁড়াবে? তাই বা কেমন করে হবে?"

"তা তোমরা কেন এত রূঢ় কথা বল্‌লে?"

"কি এমন বলেছি বাবা! বল্‌বার মধ্যে বলেছি, যদি জোর করে স্ত্রী-আচারের স্থানে ঢুক্‌তে যান্‌ তবে আমরাও জোর প্রকাশ কর্ত্তে জানি। এই ত মোটে কথা, এরি জন্যে এত?"

"তা বাপু, বরযাত্রী বলে কথা!"

ঘটনাটি অতি তুচ্ছ। স্ত্রী-আচারের সময় বরযাত্রীরা সেখানে প্রবেশ করিতে গিয়াছিল, কন্যাপক্ষ আপত্তি করায় হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এখন বরযাত্রীরা বাঁকিয়া বসিয়াছে, কিছুতেই তাহারা আহার করিবে না।

বাব্‌লা খানিক মৌন থাকিয়া কহিল, "সে কথা বল্‌লেও তা'দের যথেষ্ট খোসামোদ করা হয়েছে। শেষে বল্‌লে কি জানেন? বল্‌লে, আমরাও খাব না, আর এ বাড়ীর লোকদেরও উপোষ করিয়ে—"

কথা সমাপ্ত হইল না। এমন সময় একটা গোলমাল উঠিল, "কে কোথায় আছ গো! শিগ্‌গির এস, কাদের ছেলে কুয়োয় পড়ে গেছে!"

সেন মহাশয় কলিকাহীন হুঁকা হস্তে এবং বাব্‌লা পায়ের চটি জুতা সেইখানে ফেলিয়াই ব্যস্ত সমস্ত ভাবে অন্দরের দিকে ছুটিল।

২

সেন মহাশয় কবিরাজ। অবস্থা বেশ সচ্ছল। বাড়ী খানি একতলা। জমি জায়গা পুকুর বাগান আছে। তার দুই পুত্র, দুই কন্যা। পুত্র দুইটী বড়। জ্যেষ্ঠ রবীন্দ্র নারায়ণ। বয়স উনিশ কুড়ি। বি-এস্‌-সি পড়িতেছে। কন্যা দুইটীর মধ্যে যেটি জ্যেষ্ঠা অদ্য তাহার বিবাহ।

সেন মহাশয় কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন। কূপটি ঠিক অন্দর ও বহির্ব্বাটীর মাঝামাঝি স্থানে। সেখানে বেশ ভীড় জমিয়া গিয়াছে। সকলেই ঝুঁকিয়া পড়িয়া কূপের ভিতর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। কেহ বলিতেছে, “আলো নামিয়ে দাও।” কেহ বলিতেছে, “আহা! কার ছেলে? আলো, আলো নিয়ে এস।” মেয়েরা সব আড়ষ্ট ভাবে অন্দরের দরজার নিকট দাঁড়াইয়াছিল। একজন নিকটস্থ বারেন্দা হইতে একটি গ্যাস আনিয়া দিল। গ্যাসটি দড়ি বাঁধিয়া নামাইয়া দেওয়া হইল। মাঝ পথে দড়িতে আগুন লাগিয়া দড়ি ছিঁড়িয়া গেল

এবং নিমেষ মধ্যে ঝপাৎ করিয়া গ্যাসটি কূপের মধ্যে পড়িয়া গেল। একজন বরযাত্রী বলিয়া উঠিল, "বুদ্ধিতে বৃহস্পতি! যাও, যাও, হ্যারিকেন নিয়ে এস।"

ইতিমধ্যে একটু গোলযোগ বাধিল। একজন ভদ্রলোক কূপের মধ্যে নামিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "ক' হাত জল মশায়, নাম্‌ব?" অপর একজন ভদ্রলোক কহিলেন, "আট হাত হবে।"

অন্য একজন কহিলেন, "না মশাই, তিন হাত হবে।"

"না মশাই! আট হাতই হবে। দেখলেন না, যখন গ্যাসটা পড়ে গেল তখন কিরূপ শব্দ হ'ল?"

"বলেন কি মশাই! আট হাত!—আট হাত হ'লে ত গভীর জল। গভীর জলের শব্দ ত ও রকম নয়! না মশাই, আপনার জলের গভীরতা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। শব্দ শুনে অনুমান কর্‌তে পারলেন না? জানেন মশাই, মুখের কথায় লোকের চরিত্র ধরা পড়ে? আপনার দেখ্‌ছি বোধ শোধ মোটেই নেই। আপনি একটা অকাট—"

"কি বল্‌লেন মশাই"—বলিয়া ভদ্রলোক আস্তিন গুটাইলেন।

পশ্চাৎ হইতে কে কহিলেন, "হাঁ বাঙালীর বীরত্ব বেশ ফুট্‌ছে বটে!" ভদ্রলোকদ্বয় অপ্রস্তত হইয়া সরিয়া গেলেন।

আর যিনি নামিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন তিনিও পিছাইয়া গেলেন।

একটা হ্যারিকেন দড়িতে বাঁধিয়া নামাইয়া দেওয়া হইল।

হ্যারিকেনের আলোকে কূপের ভিতরটা পরিষ্কার ভাবে দেখা না গেলেও সকলে অনুমান করিয়া লইল জলটা দুলিতেছে।

একজন ভদ্রলোক ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, "আহা ছেলেটা হাঁচর পাঁচর করছে—বাঁচাও! বাঁচাও!"

সেন মহাশয় অস্থির হইয়া উঠিলেন, সকলকেই জোড় হস্তে কহিতে লাগিলেন, "একজন কেউ নামুন! ছেলেটাকে বাঁচান! আমার যথাসাধ্য পুরস্কার দেবো।"

"বাবা! আমি নাম্‌ব?"

"তাই নাম্ বাবা!—আহা, কার ছেলে রে! বাঁচা বাবা, বাঁচা!"

বাব্‌লা নামিবার জন্য প্রস্তুত হইল। একজন কহিলেন, "ওকে নামিয়ে কি হবে? তার চেয়ে ওকে ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠিয়ে দিন। তুল্‌বার লোক হবেই, কিন্তু ডাক্তার ডাক্‌বার লোক কই? ওকেই ডাক্তার আন্‌তে পাঠান।"

"তাই হোক্।—যা বাব্‌লা, তুই ডাক্তার নিয়ে আয়। যাকে পাবি—এমন কি সাহেব ডাক্তার পর্য্যন্ত।"

বাব্‌লা চলিয়া গেল।

অতিরিক্ত পুরস্কার পাইবার লোভে একজন নামিতে স্বীকৃত হইল। নামিবার জন্য দড়ি ও বাঁশের প্রয়োজন। একজন ভদ্রলোক কহিলেন, "দড়ি কই? দড়ি নিয়ে আস্থন।"

অন্য ভদ্রলোক কহিলেন, "বাঁশও চাই।—আচ্ছা ওই সামিয়ানা টাঙ্গান বাঁশ? ও বাঁশ হলেও চলবে। নিয়ে আস্থন! নিয়ে আস্থন!"

দুইজন লোক ছুটিল।

কে একজন ভীড়ের মধ্য হইতে অনুচ্চস্বরে কহিলেন, "কল্‌সিও একটা আন্‌বেন।"

যাই হোক্, যখন দড়ি বাঁশ সংগ্রহ হইল তখন দেখা গেল, নামিবার জন্য যে লোকটা প্রস্তুত হইয়াছিল সে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়াছে।

লোক আর সংগ্রহ হয় না।

সেন মহাশয় পাগলের মত হইয়া গেলেন। কাহারও হাত ধরিয়া, কাহারও নিকট হাত জোড় করিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে নামিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। যখন তাহাতেও কেহ নামিতে প্রস্তুত হইল না তখন সেন মহাশয় মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। বাড়ীতে একটা হাহাকার পড়িয়া গেল।

সেন মহাশয়ের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া একজন বরযাত্রী অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "আমি নাম্‌ব ?"

সেন মহাশয় সকরুণ দৃষ্টিতে একবার তাহার পানে চাহিলেন। পরক্ষণে খপ্‌ করিয়া তাহার হাত দুটি ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "তোমাকে কি বলে আশীর্ব্বাদ কর্‌ব বাবা! তোমার সাহসই যেন তোমায় অমর করে রাখে।"

বরযাত্রীটির নাম কৃষ্ণমোহন। বয়সে যুবক। দিব্য বলিষ্ঠ চেহারা। খুব ফর্সা না হইলেও কালো নহে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। সে গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিল, মালকোচা মারিল, তেল চাহিয়া লইয়া মাখিতে মাখিতে কহিল, "একজন ডাক্তার আন্‌তে পাঠান! তুল্‌বার পর ডাক্তার চাই ত ?"

সেন মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "সে অনেকক্ষণ বাব্‌লাকে পাঠিয়েছি বাবা! ডাক্তার নিয়ে এল বলে।"

৩

পিতার অনুমতি পাইয়া বাব্‌লা প্রাণপণে বাইক্‌ চালাইল। সেন মহাশয়ের বাড়ী সহরের প্রান্তে। সহরে প্রবেশ করিতে হইলে একটুখানি মাঠ ভাঙ্গিতে হয়। পাকা সড়ক। গাড়ী চলিতে বা বাইক্‌ চালাইতে কোন কষ্ট হয় না। বাব্‌লা

মাঠের রাস্তার পড়িতেই শীতল হাওয়ায় সমস্ত দিনের ক্লান্তি অনেকখানি কমিয়া গেল।

সে যাইতেছিল বেশ, কিন্তু গোল বাধিল মাঠের মাঝখানে গিয়া। রাস্তায় ইঁট ভাঙ্গা পড়িয়াছিল, তাহার উপর গাড়ি পড়িতেই, পিছলাইয়া গাড়ি আরোহী সমেত বাম দিকে জলার মধ্যে গিয়া পড়িল।

স্থানটি জলা এবং কাদা বলিয়া বাব্‌লার বিশেষ আঘাত লাগিল না, কিন্তু তাহার জামা কাপড় একেবারে কাদা মাখামাখি হইয়া গেল।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য বাব্‌লা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। জলার মধ্যে পড়িয়া সে খানিক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজের দেহের প্রতি চাহিয়া দেখিল, কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সাইকেলের সাম্‌নের চাকা বাঁকিয়া গিয়াছে। 'লাইট'টার অবস্থা আরো শোচনীয়। কাঁচ ভাঙ্গিয়া পলিতা উঠাইবার কলটি পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাই হোক্, সে রাস্তায় উঠিয়া আসিল। রাস্তায় উঠিয়া ভাবিল, এখন কি করা যায়, বাড়ী ফিরিবে, না, সহরে প্রবেশ করিবে? তাইত—না—সহরে যাওয়াই উচিত।—কিন্তু এই কাপড়ে? খানিক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে সাইকেলের সাম্‌নের চাকাটি ঠিক করিল।

শহরে যাওয়া মনস্থ করিয়া লাইট জ্বালিতে গেল, জ্বলিল না। সাইকেল ঠিক করিয়া সে অন্ধকারেই চালাইতে লাগিল। রাত্রি তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছে।

প্রথমেই যে ডাক্তার বাবুর বাড়ী পড়িল সেই বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়াইয়া দরজার কড়া নাড়িয়া ডাকিতেই ভিতর হইতে উত্তর আসিল, "কে?"

"একবার বাইরে আসুন না?"

"তুমি কে?"

"দরজাটা খুলুন না একবার?

একজন স্ত্রীলোক—বোধ করি বাড়ীর দাসী হইবে, ঘুমাইতেছিল, কেরোসিন তেলের ল্যাম্প একটি হাতে লইয়া দরজা খুলিল, কিন্তু ঘুম-চোখে বাব্‌লার কিম্ভুত কিমাকার মূর্ত্তি দেখিয়া আঁতকাইয়া উঠিল এবং প্রজ্জ্বলিত ল্যাম্পটি বাব্‌লার গায়ের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, "বাবা গো, ভূত গো" বলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। বাব্‌লা অনুনয় বিনয় করিয়াও তাহাকে বুঝাইতে পারিল না যে সে ভূত নহে, তাহারই মত মানুষ। শেষে বিরক্ত হইয়া অন্য ডাক্তার ডাকিতে গেল।

দ্বিতীয় ডাক্তারের বাড়ী উপস্থিত হইয়া ডাকিল, "ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু!".

কোন সাড়া নাই। আবার ডাকিল। এবার সাড়া মিলিল। ডাক্তার বাবুর বাড়ী সদর রাস্তার উপরেই। তিনি রাস্তার ধারে দ্বিতলের কক্ষে শয়ন করিতেন। তিনি উপর হইতেই প্রশ্ন করিলেন, "কে?"

"শিগ্‌গির নেমে আসুন, আমার বাড়ীতে বড় বিপদ!"

ডাক্তার বাবু চোখে মুখে জল দিয়া হাই তুলিতে তুলিতে নীচে নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে শাঁখারিটোলা পোষ্ট মাষ্টার খুনের কথা মনে পড়িয়া গেল।—সত্যই ত! তাহারাও বাইক্ চাপিয়া আসিয়া টাকা চাহিয়াছিল! আমার ত অর্থের অভাব নাই, ধনী বলিয়া চারিদিকে আমার খ্যাতি রটিয়া গিয়াছে। তাহা হইলে এ ত নিশ্চয়ই ডাকাত! রোগী দেখার নাম করিয়া আমাকে লইয়া গিয়া হত্যা করিতেও ত পারে। রাত্রিও অনেক খানি হইয়াছে। ঠিক্ এ ডাকাতই বটে।—তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

বাব্‌লা কাতর কণ্ঠে কহিল, "ডাক্তার বাবু দেরী করবেন না!"

ভিতর হইতে ডাক্তার বাবু গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "নিকালো হিঁয়াসে। তোম্ ডাকু হ্যায়, আমায় রাস্তামে নিয়ে গিয়ে ষ্ট্যাব্ করনে মাংতা! ভাগো! ভাগো!—এ রাম শিং!

হামারা বন্দুক লে আও, বাড়ীমে ডাকু আয়া।—জল্‌দি—জল্‌দি।"

বাব্‌লা স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কি ব্যাপার! ডাক্তার বলে কি? ডাকাত! রোষে ক্ষোভে বাব্‌লার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। সে খানিক নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, এখন কি করা যায়?—দূর্ হোক গে ছাই, আর কোথাও যাব না, বাড়ী ফিরে যাই, যা হবার হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটী অজ্ঞানিত শিশুর কাতর মলিন মুখ মনে পড়িয়া গেল। সে শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণে আর কোন ডাক্তারকে না ডাকিয়া একেবারে সাহেব ডাক্তারের বাংলায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

ডাক্তার সাহেবের বাংলার গাড়ি-বারেন্দায় বাইক্‌খানি ঠেসাইয়া রাখিতেই কোথা হইতে তিনটা কুকুর এক সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া আসিল। বাব্‌লা গতিক ভাল নয় বুঝিয়া পারিয়া বাইক্ ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া একেবারে সদর রাস্তায় আসিল, কুকুরগুলি বাব্‌লাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়া ফিরিয়া গেল।

এইবার বাব্‌লা প্রমাদ গণিল। আজ তাহার কর্ম্মভোগের চূড়ান্ত হইয়াছে। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম, বরযাত্রীদের নিকট হইতে কটূক্তি লাভ, দেহ কর্দ্দমলিপ্ত, ভূত এবং ডাকাত

বলিয়া লাঞ্ছিত, শেষে কুকুর কর্ত্তৃক পশ্চাৎ ধাবিত। তারপর আবার বাইক্‌খানা গাড়ি-বারান্দায়। তাহার উদ্ধার হইবে কিনা, কে জানে? কষ্টে এবং দুঃখে তাহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। কুকুরগুলি তখনও চীৎকার করিতেছিল।

কুকুরের চীৎকারে সাহেবের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চাপরাশীকে ডাকিয়া কুকুরগুলির চীৎকারের কারণ জানিতে পাঠাইলেন। চাপরাশী আসিতেই কুকুরগুলি চুপ করিল।

চাপরাসীর সাড়া পাইয়া বাব্‌লা পুনরায় কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং চাপরাসীকে ডাকিয়া সাহেবকে সংবাদ দিতে বলিল।

সাহেব বাহিরে আসিয়া বাব্‌লার মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন, কহিলেন, "একি বাবু!"

বাব্‌লা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল। কথাগুলি বলিতে বলিতে তাহার চক্ষুর্দ্বয় বার বার অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। শুনিয়া সাহেব অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কহিলেন, "শুনে বড় দুঃখিত হলুম বাবু। যাই হোক্ আমি এখুনি যাচ্ছি।"—বলিয়া চাপরাসীকে কহিলেন, "মোটর বোলাও।" বাব্‌লার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে আসিয়াছ বাবু?"

"বাইকে।"

"ও মোটরে তুলিয়া লইলেই চলিবে।"

৪

এদিকে কৃষ্ণমোহন কূপের অর্দ্ধেক পথে নামিয়া কহিল, "আমি আর নাব্‌তে পার্‌ছিনা; শিগ্‌গির একটা বাঁশ নামিয়ে দিন্‌।"

উপর হইতে বাঁশ নামাইয়া দেওয়া হইল। সে বাঁশ ধরিয়া নামিয়া পড়িল।

কূপের মধ্যে জল বেশী ছিল না, কৃষ্ণমোহনের এক কোমর। সে নামিয়াই ছেলেটির অন্বেষণ করিল। ছেলে পাওয়া গেল না, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা পাওয়া গেল তাহাতে কৃষ্ণমোহন আপন মনে হাসিয়াই আকুল। তবু সে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল। কিন্তু বারে বারেই ঐ একই জিনিষ তাহার হাতে ঠেকিল। যাই হোক্‌, সে আরামের একটি নিশ্বাস ফেলিয়া স্নান করিত লাগিল।

উপর হইতে অবিশ্রান্ত প্রশ্ন হইতেছিল, "কি মশাই পেয়েছেন?"

"হাঁ, পেয়েছি।"

"বেঁচে আছে ?"

কৃষ্ণমোহন এমন অস্পষ্ট স্বরে উত্তর করিল যে কেহ শুনিল বাঁচিয়া আছে, আবার কেহ শুনিল, নিশ্বাস পড়িতেছে না।

উপর হইতে পুনরায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন হইতে লাগিল। কৃষ্ণমোহন বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল, "উপরে উঠ্‌লেই দেখতে পাবেন মশাই, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?"

এদিকে যত সময় যাইতেছে সেন মহাশয় ততই অস্থির হইয়া পড়িতেছেন, সকলকেই হাত যোড় করিয়া বলিতেছেন, "এবার ছেলেটিকে তুলে দাও বাবা! আহা কার ছেলে, কত জল খেয়েছে, হয়ত মাথা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে, তুলে দাও বাবা! তুলে দাও।"

বরযাত্রীদের মধ্য হইতে একজন কহিল "কই, কার ছেলে পড়ে গেল কেউ ত বল্‌তে পাচ্ছেন না? মেয়েরা সব চুপ করে আছেন—"

কথাটা মেয়ে মহলে প্রবেশ করিতেই সকলে ছুটাছুটি করিয়া ঘরের মধ্যে যেখানে ছেলেরা ঘুমাইতেছিল, দেখিতে গেলেন, কিন্তু কেহই বলিতে পারিলেন না কাহার ছেলে পড়িয়াছে।

খানিক পরে কৃষ্ণমোহন নীচে হইতে কহিল, "আমাকে তোল্‌বার কি ব্যবস্থা হচ্ছে?"

"যেমন করে নামা হয়েছিল।"

"বাঃ! ভিজে কাপড়ে কখনো তেমন ভাবে ওঠা যায়? দড়ির দোল্‌না নেই? তাই একটা নামিয়ে দাও।"

সত্যই ত ভিজা কাপড়ে উঠিবে কেমন করিয়া?—বিশেষ বুকে একটা ছেলে।

দোল্‌নার খোঁজ পড়িল। যখন দোল্‌না সংগ্রহ হইল তখন ডাক্তার সাহেবের মোটর আসিয়া দরজার নিকটে দাঁড়াইয়াছে।

৫

যখন কৃষ্ণমোহন কূপে পতিত ছেলেটিকে লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল তখন সকলে স্তম্ভিত। বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া দেখিল যে সেটি ছেলে নহে—ফুলের টব। সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা হাসির শব্দ উঠিল। বিবাহ উপলক্ষে ফুলের টবগুলি কূপের ধারে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে একটি কোন রকমে কূপের মধ্যে পড়িয়া যায়। টব পড়ার শব্দ শুনিয়া ঝি চীৎকার করিয়া উঠে, ফলে এই বিপদের সূচনা। এবার ঘটনাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। ডাক্তার সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বাব্‌লা এই ব্যাপার দেখিয়া রোষে ক্ষোভে ফুলিতে লাগিল। সামান্য একটা ফুলের টবের জন্যে আজ তাহার

দুর্গতির চূড়ান্ত হইয়াছে। নিজের শরীরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই সে দপ্‌ করিয়া জলিয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া কহিল, "এ নিশ্চয়ই বরযাত্রীদের কাজ! দেখুন দিকি আমার—"

মুখে আর কথা সরিল না।

কৃষ্ণমোহন আর্দ্র বস্ত্রে বাব্‌লার দুটি হাতে ধরিয়া কহিল, "ভাই! রাগ করো না। আমার অবস্থাও দেখ! এ সব গ্রহের ফের দাদা! গ্রহের ফের!"

এবার সকলে হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কোল্ড ওয়েভের রাত্রি

১

সেদিন বাংলা দেশের উপর দিয়া "Cold Wave" প্রবাহিত হইবে এইরূপ একটা গুজব চারিদিকে প্রচার হইয়া গিয়াছিল। সকলেই আশঙ্কা করিতেছিল, এবার না জানি কি ভীষণ শীতই পড়িবে! কলিকাতার আশপাশের লোকেরা বলাবলি করিতেছিল, এবার যা শীত পড়িয়াছে এমনটি বোধ করি বিশ বছরের মধ্যে পড়ে নাই।

এহেন শীতে শচীন মল্লিক শ্বশুরালয় হইতে সস্ত্রীক গিরিডি রওনা হইল। তাহার জ্যেষ্ঠ শ্যালিকা কত রকমে নিষেধ করিল, কহিল—আজ দিক্‌শূল, বিষম শীত, তার উপর গুরুজনের বাক্যি, সুতরাং না যাওয়াই উচিত।

ইহাতে শচীন কহিল—আমার উপায় নেই, যেতেই হবে। দু'দিন বাদে ভাইঝির বিয়ে, একটু আগে না গেলে দাদাই বা কি মনে করবেন? আর বৌদিদি?—তার কথা না হয় ছেড়েই দিই, কেননা তার মুখে খই ফুটবে। আবার

আজ যাব একথা চিঠিতে এবং টেলিগ্রামে জানিয়ে দিয়েছি। এখন যাওয়া আর বন্ধ করা চলে না।

এই কথার উপর শচীনের শালী তবুও আপত্তি তুলিয়াছিল, কিন্তু শচীনের এক কথা, সুতরাং যাওয়াই স্থির রহিল।

রাত্রি সাড়ে নয়টায় ট্রেন। ঠিক নয়টার সময় শচীন তাহার পত্নী দীপ্তিকে সঙ্গে লইয়া হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। দীপ্তিকে মেয়ে-গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া শচীন নিজের গাড়ীতে উঠিল। সঙ্গে জিনিস পত্র বেশী কিছু ছিল না—একটা সুট কেশ আর একটা ছোট বেডিং। তাহা শচীন নিজের গাড়ীতে তুলিয়া লইল।

কুলিকে বিদায় করিয়া সে গাড়ীর দেওয়ালস্থ হুকে টুপি ও ওভারকোট রাখিয়া নিজের জায়গায় বসিয়া পড়িল।

সেখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী। তিনখানি গদি। দুই খানি গদি পূর্ব্ব হইতেই দখল হইয়াছিল। তাহাতে একজন ফিরিঙ্গি সাহেব আর একজন বাঙ্গালী সাহেব ছিলেন।

বাঙ্গালী সাহেবটি শচীনেরই সমবয়সী। রং মোটেই ফর্সা নহে, তবে শরীরের গড়ন আছে। দাড়ি গোঁফ কামান। তিনি একটি বালিশের উপর হেলান দিয়া ষ্টল হইতে সদ্য ক্রীত একখানি ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন।

আর ফিরিঙ্গি সাহেবটি যদিও সাহেব কিন্তু তিনি বাঙ্গালীকে হার মানাইয়া একখানা মোটা লেপ মুড়ি দিয়া নিঃসাড়ে পড়িয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে ট্রেন ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা পড়িল। গার্ড সাহেব ডান হাতে আলো এবং বাম হাতে হুইসিল্‌টি নাচাইতে নাচাইতে সেই কামরার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেই শচীন কহিল—আমাকে মধুপুরে গাড়ী বদল করিতে হইবে। অনুগ্রহ করিয়া সেখানে জাগাইয়া দিবেন।

গার্ড সাহেব সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেলেন। পরক্ষণে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল এবং হুইসিল্ দিয়া ছাড়িয়া দিল।

২

রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। মধুপুরে গাড়ী থামিল। গার্ড সাহেব শচীনের কামরার দরজায় ঠক্ ঠক্ করিয়া কহিলেন—বাবু ওঠ, ওঠ, মধুপুর আসিয়াছে। গাড়ী বেশীক্ষণ থামিবে না।

শচীন দিব্যি আরামে নিদ্রা যাইতেছিল। গার্ড সাহেবের ঠক্ ঠক্ শব্দে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু চোখ হইতে

ঘুম আর ছাড়িতে চাহে না। তার উপর ভীষণ শীত, গায়ের জামা চামড়া ভেদ করিয়া হাড়ে গিয়া বিঁধিতেছিল। দুই হাতে চোখ দু'টি ঘষিয়া কোন মতে উঠিয়া দাঁড়াইল। দরজা দিয়া প্ল্যাটফরমের দিকে চাহিয়া কুলি কুলি করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু কুলির কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। সে তখন কুলির আশা ত্যাগ করিয়া কোন মতে জিনিস পত্র নামাইয়া দিয়া নিজেও নামিয়া পড়িল।

প্ল্যাটফরমে নামিতেই তাহার দেহের রক্ত জমাট হইয়া যাইবার মত হইল। সে ওভারকোটটাকে কান পর্য্যন্ত তুলিয়া দিয়া মেয়ে-কামরার দরজা খুলিয়া দেখিল, সবাই ঘুমাইতেছে। সে জড়িতকণ্ঠে কহিল—ওগো ওঠ, ওঠ, নেমে এস। দেরী করো না।—বলিয়া প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল, অথচ তাহার পত্নী নামিতেছেন না। সে আবার দরজা খুলিয়া উঁকি মারিয়া কহিল—শুন্‌তে পাচ্ছ না? গাড়ী ছেড়ে গেল যে! নেমে এস।

একজন মহিলা গায়ের কাপড়ে আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়া একবার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, পরক্ষণে আবার ফিরিয়া গেলেন। এমন সময় গার্ড সাহেব হুইসিল্ দিয়া নীল আলো দেখাইলেন। শচীন ক্ষিপ্র গতিতে মেয়ে-গাড়ীর দরজা খুলিয়া

দিল। মহিলাটী দরজার নিকট আসিতেই সে হাত বাড়াইয়া দিল। মহিলাটী নামিয়া আসিলেন।. গাড়ী তখন চলিতে সুরু করিয়াছে।

মহিলাটী নামিয়াই সুটকেসের উপর বসিয়া পড়িলেন। তিনিও শীতে কাঁপিতেছিলেন। শচীন র‍্যাগটাকে মাথা হইতে গলা পর্য্যন্ত জড়াইয়া কহিল—চল, ও গাড়ীতে।

মহিলাটী একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কি ভাবিলেন, পরে ধীরে ধীরে শচীনের সহিত গিরিডি যাইবার গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। গাড়ীর আলোকে মহিলার মুখ দেখিয়া শচীন বিস্মিত হইয়া গেল। নিজের মাথার র‍্যাগ আর টুপি সরাইতেই মহিলাটী তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। পরক্ষণে একটি অস্ফুট শব্দ করিয়া আধ হাত ঘোমটা টানিয়া গাড়ীর এক কোণে বসিয়া পড়িলেন।

শচীন অবাক! একি! ইনি কে? ইনি ত দীপ্তি নহেন! তবে ইনি কে? সর্ব্বনাশ! কাকে নামাইলাম? তাহার শরীরের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। খানিক নির্ব্বাক্ থাকিয়া সে চুরুট ধরাইবার জন্য পকেটে হাত পুরিল। কিন্তু চুরুটের বাক্স পাওয়া গেল না, তৎপরিবর্ত্তে একটি ছোট নোট বুক বাহির হইল। সে তখন নিজের কোটের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই বুঝিতে পারিল যে শীত এবং ঘুম উভয়ের

কল্যাণে জামা বদল হইয়াছে। মাথার টুপি খুলিয়া রাখিয়া সে একবার মাথার রক্তটা ঠাণ্ডা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু টুপির উপর দৃষ্টি পড়িতেই বুঝিল, সর্ব্বনাশ! এ যে দেখছি টুপিও বদল হইয়াছে! শুধু তাহাই নহে, ইহাদের সহিত এমন একটি জিনিস বদল হইয়াছে যাহা লোকের নিকট ব্যক্ত করা মোটেই বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।—এখন কি করা উচিত?

খানিক ভাবিয়া সে মহিলাটীকে কহিল—দেখুন, বিষম বিভ্রাট হয়েছে। গাড়ী থেকে আমার পত্নীকে না নামিয়ে আপনাকে নামান হয়েছে। এখন ত সর্ব্বনাশ! আপনার স্বামীর নাম কি বলুন, তাঁকে এখুনি টেলিগ্রাম করতে হবে!

মহিলাটী কোন জবাব দিলেন না। তিনি এতক্ষণ ধরিয়া কি ঘটিয়াছে তাহাই ভাবিতেছিলেন। এইবার তিনি সমস্ত ঘটনাটি উপলব্ধি করিতে পারিলেন। পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তিনি নির্ব্বাক।—কি বলিবেন! যদিও নামিবার সময় তাহার মনের মধ্যে একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল, কিন্তু ভদ্রলোকের মাথায় স্বামীর টুপি এবং ওভারকোট দেখিয়া, সন্দেহটা বদ্ধমূল হইতে পারে নাই; কেন না, শচীন এমন ভাবে ওভারকোটের কলার টানিয়া, টুপি নামাইয়া দিয়াছিল যে তাহাকে তখন চেনা দুঃসাধ্য। কাজেই নামিবার ষ্টেশন না হইলেও নামিতে হইয়াছিল। কিন্তু

এখন মহিলাটী আর ভাবিতে পারিলেন না—মাথা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। নীরবে বসিয়া রহিলেন।

মহিলাটীকে নীরব থাকিতে দেখিয়া শচীন মনে মনে বড়ই অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। এখন কি আর লজ্জা করা চলে? বিপদে লজ্জা করিলে যে বিপদকে আরও ডাকিয়া আনা হয় এই কথা মহিলা যাত্রীটিকে বুঝাইতে হইবে।

শচীন এবার মুখ ফুটিয়া কহিল—দেখুন, এখন লজ্জা করবার সময় নয়। এখন যা বিপদ হয়েছে, এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে আমাকে প্রতি কাজে সাহায্য করতে হবে। বলুন, আপনার স্বামীর নাম কি। তাকে এখুনি টেলিগ্রাম করে নামাতে হবে। শুধু তাঁকে নয়, আমার স্ত্রীকেও নামাতে হবে। বলুন, বলুন।

মহিলা তবু নীরব।

—আপনারা কতদূর যাবেন?

ঘোমটার ভিতর হইতে অতি মৃদু অথচ ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর আসিল—কাশী।

—স্বামীর নাম?

—নোট বইয়ে আছে।

পকেট হইতে নোট বই বাহির করিয়া শচীন দেখিল লেখা—এস্ রায়।

নাম পাইয়া সে টেলিগ্রাফ অফিসে ছুটিল। ঝাঁঝার ষ্টেশন-মাষ্টারকে টেলিগ্রাম করিল,—সেকেণ্ড ক্লাস—এক্সপ্রেসে বেনারস-যাত্রী, এস্ রায়কে নামাইবে। মূল্যবান মাল বদল হইয়াছে। আমি পরের ট্রেনে যাইতেছি।

৩

এদিকে মোকামা জংশনে গাড়ী থামিতেই দীপ্তির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল ভোর হইয়াছে। তাহার সন্দেহ হইল। স্বামী বলিয়াছিলেন, রাত্রি আড়াইটার সময় নামিতে হইবে। এ ত ভোর হইয়া গেল! তিনি কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন? সে পাশের গাড়ীর দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিল। কিছু বুঝিতে পারিল না। তাহার পাশের মহিলাটীকে ডাকিবার জন্য মুখ ফিরাইতে দেখিল, সে গদী শূন্য। সে মহিলাটি নাই। তিনি আবার গেলেন কোথায়? তাইত! সে আবার পাশের গাড়ীর দিকে চাহিল। দেখিল, একজন বাঙ্গালী সাহেব সে গাড়ী হইতে নামিয়া একজন আরদালীকে কি বলিতে বলিতে তাহাদের কামরার দিকে আসিতেছেন। সে লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া বাঙ্গালী সাহেব নিকটে আসিতেই কহিল—দেখুন, আমাদের মধুপুরে নামিবার

কথা ছিল। আমার স্বামী আপনার গাড়ীতে আছেন। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।—একবার দয়া করে ডেকে নিতে পারেন ?

বাঙ্গালী সাহেব গাড়ীর মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—তা, তিনি ত আমার গাড়ীতে নেই! মধুপুরে নেমে গেছেন ত!—আপনি তাঁর স্ত্রী ?

দীপ্তি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কহিল—নেমে গেছেন ? নেমে গেছেন, আপনি ঠিক জানেন ?

—আমার যতদূর মনে হয়, তিনি নেমে গেছেন। আচ্ছা, একটু থামুন, আমি গার্ড সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে আসি।—বলিয়া তিনি গার্ড সাহেবের সহিত দেখা করিয়া আসিয়া কহিলেন—দেখুন, তিনি ত তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মধুপুরে নেমে গেছেন!

দীপ্তির মুখ মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। ভীতি-ব্যাকুল নেত্রে বাঙ্গালী সাহেবের দিকে চাহিয়া কহিল—এখন উপায় ?

—আপনার সাম্‌নের গদীতে যে একজন মহিলা ছিলেন, তিনি কোথায় ?

—কই, তাকে ত দেখছি নে!

—দেখ্‌ছেন না! কতক্ষণ ?

—অনেকক্ষণ।

—অনেকক্ষণ !—মুখ হাত ধুতে ও ঘরে যান্ নি ত ?

—কই, না—ওই ত দরজা খোলা !

—বলেন কি ?—বলিয়া বাঙ্গালী সাহেব উৎসুক দৃষ্টিতে গোসলখানার দিকে চাহিলেন, কহিলেন—তবে কি—এঁ্যা !—কি সর্ব্বনাশ !—আচ্ছা, আপনি নামুন। তিনি নিশ্চয়ই মধুপুরে নেমে গেছেন। কোন গোলমাল হয়েছে, বুঝতে পারছি। আপনি নামুন। আমারও জিনিস পত্তর সব নামিয়ে নেই।—বলিয়া বাঙ্গালী সাহেব নিজের কামরায় আসিলেন।

নিজের জিনিসপত্র সব নামাইয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন—খুব গোলমাল হয়েছে। তিনি ভুলে আমার টুপি আর ওভারকোট গায়ে দিয়ে গেছেন, কেননা, তাঁর ওভারকোট আর টুপি পড়ে রয়েছে।—এই দেখুন।

দীপ্তি সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—এখন উপায় ?

—উপায় ভগবান্। আপনার স্বামীর নাম কি বলুন, তাঁকে টেলিগ্রাম করতে হবে। তাঁদের ট্রেন ছাড়তে এখনও আধ ঘণ্টা বাকি।

—শচীন্দ্র নাথ মল্লিক।

বাঙ্গালী সাহেব ঊর্দ্ধশ্বাসে টেলিগ্রাফ ঘরের উদ্দেশে ছুটিলেন।

৪

টেলিগ্রাম পাঠাইয়া শচীন অস্থির চিত্তে প্ল্যাটফরমে খানিক পায়চারী করিয়া মহিলাটীকে আসিয়া কহিল—গাড়ীতে বসে কি করবেন? ওয়েটিং রুমে চলুন, পরের গাড়ীতে ঝাঁঝা যেতে হবে। আমি ঝাঁঝার ষ্টেশন মাষ্টারকে তার করে দিলুম, তাঁদের নামিয়ে নেবার জন্যে। নাম জান্‌লে বড় ভাল হ'ত! এস্ রায় কত লোক আছে!—যাক্, যা হবার তা হয়েছে।

মহিলাটী ইতস্ততঃ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়িয়াছে। চোখ দুটি অশ্রু ভারাক্রান্ত।

ওয়েটিং রুমে মহিলাটীকে বসাইয়া শচীন কিঞ্চিৎ দূরে একখানি ঈজি চেয়ারে বসিয়া স্বীয় দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। তার এই ভাবনাটা বেশী হইল—যদি ভদ্রলোক নামেন, অথচ দীপ্তিকে না নামান, তা'হলে? শচীন বসিতে পারিল না, উঠিয়া দাঁড়াইল; পরক্ষণে ভাবিল, ভদ্রলোককে নামিতে হইলে তাঁর স্ত্রীর খোঁজ ত পড়িবে, তখন তিনি বুঝিবেন নিশ্চয়ই—সুতরাং দীপ্তিকে তিনি নামাইয়া লইবেন। কিন্তু তা' যদি না করেন, তা'হলে—

শচীন বড় উৎকণ্ঠায় পায়চারী করিতে লাগিল।

ভোর ছয়টার গাড়ীতে সে মহিলাটীকে লইয়া ঝাঁঝা রওয়ানা হইল।

বেলা সাড়ে নয়টার সময় ঝাঁঝায় পৌঁছাইয়া যাহা শুনিল তাহাতে তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মহিলাটীকে এক স্থানে বসাইয়া সে ষ্টেশন মাষ্টারের সহিত দেখা করিয়া জানিল যে গত রাত্রে ট্রেন হইতে এক ভদ্রলোককে নামান হইয়াছে। ষ্টেশন মাষ্টার কহিলেন—তিনি কিছুতেই নামিতে চাহেন না, বলেন, তাঁহার কোন মাল গোলমাল হয় নাই। কিন্তু আপনার টেলিগ্রাম পাইয়া—বিশেষ এস্ রে, বেনারস যাত্রী—কাজেই তাঁহাকে নামান হইয়াছে।

শচীন সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—তার সঙ্গে কোন মহিলা নেমেছেন?

—কই, না! তা'ত বল্‌তে পারছিনে। রাত্রিতে আমি ডিউটীতে ছিলুম না, আমার এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ছিলেন, সুতরাং কোন মহিলা নেমেছেন কি না জানি না। চলুন, আপনি তার সঙ্গে দেখা করবেন।—বলিয়া ষ্টেশন মাষ্টার শচীনকে সঙ্গে লইয়া ওয়েটীং রুমে এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাহেবের নিকট গেলেন।

সাহেব ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট শচীনের জন্য তাঁহাকে এই শীতে অনর্থক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে জানিয়া রাগে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। শচীনকে মারেন আর কি! অনেক তর্জ্জন গর্জ্জনের পর শচীনের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিবেন বলিয়া তাহার নাম ধাম লিখিয়া লইলেন।

নিরাশ মথিত চিত্তে শচীন মহিলাটীর নিকট ফিরিয়া আসিল। শচীনের মুখের অবস্থা দেখিয়া মহিলাটী অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলেন।

এবার লজ্জা সরম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া কহিলেন—তিনি নামেন নি?

না!—বলিয়া শচীন নিকটস্থ একখানি বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল। গালে হাত রাখিয়া সে অনেকক্ষণ চিন্তা করিল—এখন কি করিবে, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে দীপ্তিকে উদ্ধার করা যাইবে!

মহিলাটী শচীনের অবস্থা দেখিয়া কহিলেন,—এক কাজ করুন, আমাকে আমার বাপের বাড়ী রেখে আসুন। এখন আমার সেখানে যাওয়াই উচিত।

শচীন উদাস দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া কহিল—কোথায়?

—কল্‌কাতায়, বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীটে।

—তাই চলুন।

শচীন মুখে এইরূপ বলিল বটে কিন্তু, তার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল।

যথা সময়ে ট্রেন আসিতে তাহারা কলিকাতা রওয়ানা হইল।

৮

বাঙ্গালী সাহেবের নাম সত্যব্রত রায়। এস্ রায় বলিয়া তিনি অভিহিত। তিনি দিল্লীযাত্রী; কিন্তু কাশীতে নামিয়া পত্নীকে কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে রাখিয়া তিনি দিল্লী যাইবেন।

মধুপুরে টেলিগ্রাম করিয়া এস্ রায় টাইম টেবিল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বেলা নয়টার আগে কোন গাড়ী নাই। যাহা ছিল তাহা ভোর সওয়া ছ'টার। কি ভাবিয়া তিনি দীপ্তির নিকট আসিয়া কহিলেন—আপনি কি চা খান?

দীপ্তির চোখ দুটি ছল ছল করিতেছিল। সে একটু নীরব থাকিয়া কহিল—চা খাই, কিন্তু খেতে ইচ্ছে নেই।

—অত ভাব্‌বেন না। আমার দ্বারা আপনার যতটুকু সম্ভব উপকার হবে অনিষ্টের আশঙ্কা মোটেই করবেন না। নিন্, এখন চলুন, হাত মুখ ধুয়ে ফেলুন, আমি চা আন্‌তে পাঠিয়েছি।—বলিয়া দীপ্তিকে মহিলা বিশ্রামগারে পাঠাইয়া দিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া খোলা বারান্দায় রোদে বসিয়া পড়িলেন।

যথাসময়ে চা আসিল। মহিলা বিশ্রামগারে দীপ্তিকে চা পাঠাইয়া দিয়া তিনি নিজে চা পান করিতে লাগিলেন।

খানিক পরে দীপ্তি বাহিরে আসিল। দীপ্তিকে আসিতে দেখিয়া মিঃ রায় উঠিয়া পড়িলেন, কহিলেন,—আপনি একটু রোদে বসুন, ট্রেনের আর দেরী কত জেনে আসি।

বেলা নয়টার সময় মধুপুর যাইবার গাড়ী ছাড়িল। গাড়ীতে উভয়েই চিন্তাকুল—কাহারও সহিত কাহারও কথা নাই।

বেলা প্রায় বারটার সময়, তাঁহারা মধুপুর পৌছাইয়া শুনিলেন, একজন ভদ্রলোক ও মহিলা ভোর সাড়ে পাঁচটার গাড়ীতে ঝাঁঝায় গিয়াছেন, তাঁহাদের গিরিডি যাইবার টিকিট ছিল।

মিঃ রায় দমিয়া গেলেন। তাইত, এখন কি করা যাইবে? তিনি বড় ভাবনায় পড়িলেন। রেল কর্ম্মচারীর নিকট জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে তাঁহারা ঝাঁঝার ষ্টেশন মাষ্টারকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, কোন ভদ্রলোককে নামাইতে, তাহার সহিত কি মূল্যবান্ জিনিস বদল হইয়াছে বলিয়া। মিঃ রায় নীরবে পায়চারী করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন, এখন ঝাঁঝায় যাইবেন কি না? সেখানে যাইলে তাহাদের সহিত দেখা হইবে কি না?

—শুন্‌ছেন?

চমকিত হইয়া ফিরিয়া মিঃ রায় দেখিলেন, দীপ্তি বিষণ্ণ মুখে দাঁড়াইয়া আছে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মিঃ রায় কহিলেন—কিছু বল্‌ছেন?

—তাঁদের কোন সংবাদ পেলেন?

—শুন্‌ছি তাঁরা ঝাঁঝাঁয় গেছেন।—সেখানে যাবেন?

—না। আপনি আমায় কলকাতায় নিয়ে চলুন।

—তাই চলুন।—বলিয়া মিঃ রায় ট্রেনের সময় জানিতে গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন—আধ ঘণ্টা পরেই গাড়ী। আপনি কল্‌কাতায় কোথায় যাবেন?

—কালীঘাটে, হরিশ চাটুয্যের ষ্ট্রীটে।

—নম্বর জানেন?

জানি—বলিয়া দীপ্তি বাড়ীর নম্বর দিল।

যথাসময়ে উভয়ে ট্রেনে উঠিয়া বসিলেন।

৬

কলিকাতায় পৌছাইয়া শচীন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। মহিলাটীকে তাহার পিত্রালয়ে নামাইয়া দিয়া সে এক হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। শ্বশুরালয়ে যাইতে তাহার সাহসও হইল না, প্রবৃত্তিও হইল না। কোন্ মুখে সে সেখানে

যাইবে? তাহাদের মেয়েকে কোথায় অজানার পথে ছাড়িয়া দিয়াছে! সারা রাত্রি সে ঘুমাইতে পারিল না। পরদিন সকালে বাহির হইতে ইচ্ছা হইল না। সে ঘরের মধ্যে বসিয়া সংবাদ পত্রে কতকগুলি বিজ্ঞাপন লিখিতে বসিল। কিন্তু কি লিখিবে? দু' এক খানি লিখিল, কিন্তু মনঃপূত হইল না, ছিঁড়িয়া ফেলিল।—ভুল করিয়া নিজের পত্নীকে গাড়ীতে রাখিয়া পরপত্নীকে নামাইয়া লইয়া শেষে পুলিশের হাঙ্গামে পড়িতে হইবে না ত?—না, বিজ্ঞাপন দেওয়া সুবিধা নহে।

সে ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল।

খানিক পায়চারী করিয়া বেয়ারাকে ডাকিয়া তাহার হাতে একটি টাকা দিয়া কহিল—আজকের যত ইংরাজী ও বাংলা দৈনিক কাগজ আছে কিনিয়া আন্।

যথাসময়ে বেয়ারা এক গোছা কাগজ আনিয়া দিল। বেলা বাড়িতে দেখিয়া শচীন আহার শেষ করিয়া সেদিনকার কাগজগুলি দেখিতে লাগিল, কেহ পত্নী বদলের বিজ্ঞাপন দিয়াছে কি না। কিন্তু কই, কেহই ত দেয় নাই! সে অস্থির চিত্তে শয়ন করিল। চিন্তা করিতে করিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল জানিতেও পারিল না।

ঘুমের ঘোরে শচীন এক স্বপ্ন দেখিল। সেই ভদ্রলোক দীপ্তিকে গিরিডি লইয়া গিয়াছেন এবং তাহার

বিরুদ্ধে তাহার দাদার কাছে নালিশ করিয়াছেন। শচীন প্রতিবাদ করিতে যাইবে এমন সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, দেখিল, সন্ধ্যার আবছায়া পৃথিবীকে গ্রাস করিয়াছে; ঘরে ঘরে বিজলী বাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে উঠিয়া বেয়ারাকে ডাকিয়া চা আনিতে হুকুম করিল, এবং আরও বলিয়া দিল যে সাড়ে আটটার মধ্যে তাহার খাবার যেন তাহার ঘরে দেওয়া হয়—তাহাকে নয়টার গাড়ীতে যাইতে হইবে।

ভৃত্য চলিয়া গেল। শচীন বাথ রুমে প্রবেশ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া ফেলিল। অত শীতে হাতে মুখে সাবান মাখিল, তোয়ালেতে মুখ মুছিতে মুছিতে সে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিল। বেয়ারা চা আনিয়া দিল।

চা পান শেষ করিয়া সে একবার ঘড়ির দিকে চাহিল, দেখিল, সাতটা বাজিয়া দশ মিনিট। অনেক সময়। পুনরায় খবরের কাগজ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু স্বপ্নের কথা মনে হইতেই ভাবিল, স্বপ্নে যখন দেখিয়াছে যে দীপ্তি গিরিডি গিয়াছে তখন সে নিশ্চয়ই গিরিডি গিয়াছে। তবে কেন বৃথা সংবাদপত্র ঘাটিয়া মরি?

সংবাদপত্রগুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সে উঠিয়া পড়িয়া পায়চারী করিতে করিতে গত পরশু রাত্রের ঘটনা হইতে আজ পর্য্যন্ত কি কি ঘটিয়াছে তাহা মনে মনে ভাবিতে লাগিল।

রাত্রি নয়টা বিশ মিনিটের সময় শচীন হাওড়া ষ্টেশনে পৌছাইল। আর দশ মিনিট পরেই গাড়ী ছাড়িবে। হাওড়ায় আসিতে প্রথমে তাহার খুব উৎসাহ ছিল কিন্তু ষ্টেশনে আসিয়া তাহার আর সে উৎসাহ রহিল না। একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ টিকিট কিনিয়া ধীর মন্থর গতিতে প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিল। এমন সময় টং টং করিয়া ট্রেন ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা পড়িল।

গেটের নিকটেই গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। আজ আর তাহার বার্থ রিজার্ভ নাই, আজ সে হঠাৎ-যাত্রী, মনেও সুখ নাই, প্রাণেও উৎসাহ নাই। যাই হোক্, সে খালি গাড়ী অন্বেষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। খানিক দূরে গিয়া সে একখানি গাড়ী পাইল, তাহাতেই উঠিল।

সে গাড়ী খানিতেও তিন খানি গদি। গাড়ীতে টিকিট আটকান ছিল, দেখিল, মোটে একখানি গদি রিজার্ভ। একবার গাড়ীর চারিদিকে দেখিল, একখানি গদি খালি আছে। ওভারকোটটি টাঙ্গাইয়া রাখিতে গিয়াই সে চমকাইয়া উঠিল। দেখিল, তাহারই ওভারকোটটি

টাঙ্গান রহিয়াছে। তাহার টুপিটীও রহিয়াছে। সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় গাড়ীর দরজা খুলিয়া এক বাঙ্গালী সাহেব প্রবেশ করিয়া শচীনের কাঁধে হাত দিয়া কহিলেন—Hallo! my wife?—

শচীনও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—আপনার পত্নী—ষ্ট্রীটে; কিন্তু আমার?

—ষ্ট্রীটে।

এমন সময় গার্ড হুইশিল দিল। উভয়ে আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া প্ল্যাটফরমে লাফাইয়া পড়িল।

সম্মুখে ষ্টেশন স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দেখিতে পাইয়া শচীন কহিল—আমাদের এ গাড়ীতে যাওয়া হইল না, মাল পত্র সব নামাইয়া রাখিবেন।—বলিয়া, কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া উভয়ে একরূপ ছুটিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিল। সম্মুখে যে ট্যাক্সী পাইল তাহাতেই লাফাইয়া উঠিল।

একজন কহিল—চলো জল্‌দি—বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীট।

আর অন্য জন কহিলেন—হরিশ চাটুয্যের ষ্ট্রীট;—বক্‌শীস্ মিলেগা।

সমাপ্ত।